দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসরবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ এবং ICC তে বিচার এবং পাসপোর্ট বাতিলের সুপারিশ

(সম্মানিত দেশবাসী, জাতিসংঘ এবং সকল বৈদেশিক মিশন সমূহের অবগতির জন্য)

সামরিকঃ

সেনাবাহিনীঃ

১। মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকী (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা। শেখ রেহানার দেবর। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র" তথা ভারতের অতি বিশ্বস্ত বেতনভোগী ব্যক্তি। তাকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর, কমিশন বাণিজ্য, শেয়ার বাজার কেলেংকারী সহ ২০০৯ থেকে বাংলাদেশে সংঘটিত সকল অপরাধের জনক। ২০০৯ সালে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সমন্বয়কারী এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত সকল তদন্ত প্রক্রিয়াকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার মুল কারিগর। পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সেনাবাহিনী পিলখানার অভ্যন্তরে এপিসি নিয়ে প্রবেশ করার কারণে তিনি সেখানে নিজে উপস্থিত হয়ে অপারেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করেন। তিনি বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত তার পোষ্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেমন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, AHQ, DGFI, NSI, SSF, PGR, সচিবালয় ইত্যাদি। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সাথেই ভারতে পলায়ন করেন। বর্তমানে সেখান থেকেই দেশকে অস্থিতিশীল করার সমস্ত ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রন করছেন।

২। বিএ-১১৩৭ জেনারেল মঈন উদ্দিন আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত), ১ম শর্ট কোর্স। কুখ্যাত প্রাক্তন সেনাপ্রধান। জেনারেল মঈন ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে দেশে জরুরি অবস্থার ঘোষণার পেছনে মূল কারিগর ছিলেন, যা ১/১১ ঘটনার নামে পরিচিত। নিজ প্রস্তুতকৃত একটি ভূয়া চিঠিকে "জাতিসংঘ থেকে প্রাপ্ত আলটিমেটাম" বলে প্রচার করে অস্ত্রের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করতে বাধ্য করেন। তিনি তার পদমর্যাদা লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেকে জেনারেল এ উন্নীত করেন যখন দেশে কোনো নির্বাচিত সরকার ছিল না। জেনারেল মঈন তার সেনাপ্রধানের মেয়াদও এক বছর বৃদ্ধি করেন। "মাইনাস 2" ফর্মুলা বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা রাখেন এই মঈন। জরুরী অবস্থা চলাকালে দেশের স্বনামধন্য ব্যাবসায়ীদের জিম্মি করে অন্তত ৭০০০ কোটি টাকা অবৈধভাবে অর্জন করেন। পরবর্তীতে ভারতের সরাসরি নির্দেশে জেনারেল মঈন – ২০০৮ সালের নির্বাচনে তার প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যের যাত্রা শুরু করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের একমাত্র নপুংসক এবং কাপুরুষ এই সেনাপ্রধান ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রত্যক্ষ প্রেসক্রিপশনে ও অংশগ্রহনে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ডে - "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ" এই অজুহাতে সেনাবাহিনী সহ সকল বাহিনীকেই পিলখানায় বন্দি অফিসার ও তাদের পরিবারদের উদ্ধারে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বিরত রাখেন। যেখানে সেনাবাহিনী সহ সকল বাহিনী ট্যাংক, কামান সহ বিডিআর গেটে অভিযান পরিচালনার জন্য সম্পূর্ন প্রস্তুত ছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকান্ড পিলখানায় সংঘটিত হয় যেখানে ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ ৭৪ জন নিরস্ত্র অবস্থায় নির্মমভাবে নিহত হন। এই নপুংসক এবং কাপুরুষ সেনাপ্রধান তাৎক্ষনিক কোন ব্যবস্থা গ্রহন বা পদত্যাগ না করে একই দিনে হত্যাকান্ডের মূল হোতা শেখ হাসিনা ও হত্যাকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ঘাতকদের সাথে সমঝোতা বৈঠকে মিলিত হন, যেখানে ঘাতকদের দল সহ অংশগ্রহনকারী সকলকে পাঁচ তারকা হোটেল থেকে খাবার এনে আপ্যায়ন করা হয়। হত্যাকান্ড পরবর্তী সময়ে খুনী শেখ হাসিনার নির্দেশে তিনি প্রতিবাদকারী অসংখ্য অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করেন। এমনকি খুনী শেখ হাসিনার নির্দেশে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে দেন নাই।

৩। বিএ-২৪২৪ জেনারেল আজিজ আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত), ৮ম লং কোর্স। কুখ্যাত প্রাক্তন সেনাপ্রধান। একজন ব্যাপকভাবে পরিচিত অপরাধী। মোহাম্মদপুরের বহুল পরিচিত সন্ত্রাসী পরিবার থেকে আগত এই অফিসার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সেনাপ্রধান। ২০১৮ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ডিজি বিজিবি ও সেনাপ্রধান হিসেবে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ডিজিএফআই কর্মকর্তার বিবরণ অনুযায়ী, ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক ১১ ঘটিকায় তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ এবং তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) - রংপুরের তৎকালীন সংসদ সদস্য মাহবুব আরা গিনির নেতৃত্বে সাদা পতাকা হাতে পিলখানায় প্রবেশ করেন যার কারণ অদ্যাবধি অজ্ঞাত। এমনকি এই ঘটনাটি সকল তদন্ত দলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় বা এড়িয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। এমনকি পরবর্তীতে কোন তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় নাই। ৩১ জুলাই ২০২০ সালে কক্সবাজারে মেজর সিনহা পুলিশের হাতে পরিকল্পিত ও নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হওয়ার পর সেনাপ্রধান হিসেবে এই হত্যাকান্ডকে একটি "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" বলে আখ্যা দেন। এই হত্যাকান্ডের পর প্রতিবাদে ফুসে ওঠে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের সংগঠন - রাওয়া। সেসময় অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের দমনে জেনারেল

আজিজ, ডিজিএফআই এর মাধ্যমে রাওয়ার সংবিধান অবৈধভাবে বাতিল করে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজ হাতে রাওয়ার দায়িত্ব গ্রহন করেন।

৪। বিএ-২৪৯৬ জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত), ৯ম লং কোর্স। প্রাক্তন সেনাপ্রধান। ব্যাপকভাবে পরিচিত দুর্নীতিবাজ ও নারীলোভী। তিনি সেনাবাহিনীর ক্রয়, নির্মান সহ সকল ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০০০ কোটি টাকার দূর্নীতি করেন। ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫। বিএ-১৪৪০ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর (অবসরপ্রাপ্ত), ৩য় শর্ট কোর্স। প্রাক্তন-ডিজি ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। আয়নাঘরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই সর্বপ্রথম জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রথা শুরু করেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য না করা অনেক অফিসারের ক্যারিয়ার ধ্বংসে জড়িত। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রত্যক্ষ প্রেসক্রিপশনে ও অংশগ্রহনে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়ে ডিজি ডিজিএফআই হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট বা কোন অফিসার যেন নিজ উদ্যোগে পিলখানায় অভিযান চালাতে না পারে তার সর্বাত্বক ব্যবস্থা নেন। এমনকি পিলখানায় সম্ভাব্য যে কোন অভিযান প্রতিহত করার জন্য ডিজিএফআই এর বিভিন্ন প্রভাবশালী অফিসারদের পিলখানার আশে পাশে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন প্রমাণাদি ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন। পুরস্কার স্বরুপ তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। তিনি ২০১৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৬। বিএ-১৫৭৩ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত) ৪র্থ শর্ট কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ড পরবর্তী মহাপরিচালক, প্রাক্তন সিজিএস। তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মইনুল ইসলামকে আকস্মিক মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি ও বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিডিআর এ যোগদান করেই তিনি মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর নির্দেশে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সকল প্রমাণ, তথ্যাদি, আলামত নষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রথমেই তিনি পিলখানার সকল সিসি ক্যামেরা তথ্য ও ভিডিও ফুটেজ ধ্বংস করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন তদন্ত আদালত এবং পিলখানায় স্থাপিত টাস্ক ফোর্স ইন্টারোগেশন সেলের কার্যক্রমকে যতদূর সম্ভব ব্যাহত করেন। পুরস্কার স্বরূপ তাকে অতি দ্রুত লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সিজিএস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এমনকি তাকে পরবর্তী সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেয়ায় জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদেই অবসর দেয়া হয়। তার এই ক্ষতি পূরণের জন্য তার আপন ছোট ভাই আতিকুল ইসলামকে পরপর দুইবার ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্ব দেয়া হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৭। বিএ-২২১৩ লেফটেন্যান্ট জেনারেল শেখ মামুন খালেদ (অবসরপ্রাপ্ত), ৫ম লং কোর্স। সাবেক ডিজি, ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার অনুগত একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের আনুগত্য না করা অনেক কর্মকর্তার ক্যারিয়ার ধ্বংসে জড়িত। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রত্যক্ষ প্রেসক্রিপশনে ও অংশগ্রহনে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়ে পরিচালক, ডিজিএফআই হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট বা কোন অফিসার যেন নিজ উদ্যোগে পিলখানায় অভিযান চালাতে না পারে তার সর্বাত্বক ব্যবস্থা নেন। এমনকি পিলখানায় সম্ভাব্য যে কোন অভিযান প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজে পিলখানার পাশে নিয়োজিত থাকেন। পিলখানায় বেলা ১২ টার দিকে যখন প্রচন্ড গোলাগুলি চলছিল তখন তিনি পিলখানা সংলগ্ন আম্বালা রেস্টুরেন্টে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমের সাথে বৈঠক করেন। এই বৈঠক সংক্রান্ত কোনো তথ্য পরবর্তীতে তিনি কোন তদন্ত আদালতে উপস্থাপন করেননি। পুরস্কার স্বরুপ তাকে পরপর মেজর জেনারেল ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর (অবসরপ্রাপ্ত) এর পর তাকে ডিজি, ডিজিএফআই হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আসিয়ান সিটি হাউজিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলামের সাথে যোগসাজশে সেনা হাউজিং প্রকল্প থেকে অন্তত ৩০০০ কোটি টাকা লোপাট সহ বহুবিধ দূর্নীতির সাথে জড়িত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৮। বিএ-২৮৮৪ লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম মতিউর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত), ১৩তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি ২০০৯-২০১১ পর্যন্ত র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় অসংখ্য গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। যার মধ্যে ২০১০ সালের জুন মাসে বিএনপি নেতা চৌধুরী

আলম গুম ও হত্যা অন্যতম। সে সময় কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান (তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) তার অধীনেই র‍্যাবের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ২০১১-২০১৩ পর্যন্ত সিটিআইবি, ডিজিএফআই এর পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। অসংখ্য গুম, আয়নাঘর, অপহরণের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ৫৫ ডিভিশনের জি ও সি হিসেবে তিনি সাতক্ষীরায় জামায়াত নেতাদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৯। বিএ-২৮৯০ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ আকবর হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত), ১৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকৃত প্রদান করায় অসংখ্য কর্মকর্তাদের ক্যারিয়ার ধ্বংসে জড়িত। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের আয়োজনের সাথে জড়িত। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১০। বিএ-২৯৯৯ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ সাইফুল আলম (বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত), ১৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি সজিব ওয়াজেদ জয়কে "জয় মামা" বলে ডাকেন। অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং জেনারেল আজিজের পর সেনাপ্রধান পদে নিয়োগের জন্য আশাবাদী ছিলেন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত না থাকা অনেক কর্মকর্তার ক্যারিয়ার ধ্বংসে জড়িত। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, জরুরি অবস্থা বা সামরিক আইন ঘোষণা করার জন্য তিনি কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল তাবরেজ শামস, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবুর রহমান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক, মেজর জেনারেল হামিদুল হক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরান হামিদের সঙ্গে একাধিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। ০৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগাযোগ এবং স্বৈরাচারের স্বপক্ষে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছেন।

১১। বিএ-৩২৪৩ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহম্মদ তাবরেজ শামস চৌধুরী (বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত), ১৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের অনুগত না হওয়া অনেক কর্মকর্তার ক্যারিয়ার নষ্ট করতে জড়িত। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

১২। বিএ-৩৪২১ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ মজিবুর রহমান (পলাতক ও বরখাস্ত), ১৮তম লং কোর্স। এসএসএফ এর প্রাক্তন ডিজি। সাবেক কিউএমজি। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ০৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, জরুরি অবস্থা বা সামরিক আইন ঘোষণা করার জন্য তিনি কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল তাবরেজ শামস, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক, মেজর জেনারেল হামিদুল হক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরান হামিদের সঙ্গে একাধিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের সাথে মিলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের অনুগত না হওয়া এমন অনেক কর্মকর্তার কর্মজীবন ধ্বংস করার সাথে জড়িত। বর্তমানে এসএসএফ-এ কর্মরত বেশিরভাগ কর্মকর্তা তার দ্বারা নির্বাচিত এবং নিয়োগকৃত। তিনি এখনও এসএসএফ-এ কর্মরত অফিসারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ধারনা করা হয় যে, তিনি বর্তমানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সাথে ভারতেই অবস্থান করছেন।

১৩। বিএ-৩৫৭১ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহিনুল হক, ২০তম লং কোর্স। তিনি স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে তার আনুগত্য প্রমাণ করতে সক্ষম হন। যার পুরষ্কার স্বরুপ ডিসেম্বর ২০২০ সালে তিনি ৯ম পদাতিক ডিভিশন সাভারের জিওসি হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সিজিএস হিসাবে নিযুক্ত করে। সেই সময় থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহিনুল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই রাতেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহিনুল হক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাইফুল আলম, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুজিবুর রহমান, কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরান হামিদ সেনাবাহিনীর মধ্যে

অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, যার ফলে ০৬ আগস্ট ২০২৪ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংস্থায় বদলি করা হয় এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহিনুলকে এনডিসিতে বদলি করা হয়। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ের জন্য সিজিএস পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১ মাসেরও কম)। নভেম্বর ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের নিপীড়নমূলক শাসনের অধীনে গত ১৫ বছর ধরে পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করতে তাকে একটি বিশেষ বোর্ডের সভাপতি করা হয়। জানা যায় যে, এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের সুপারিশ সত্ত্বেও, লেফটেন্যান্ট জেনারেল শাহিনুল একতরফাভাবে সেই সমস্ত কর্মকর্তাদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যারা গত ১৫ বছরে পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের ন্যূনতম বিরোধিতা করেছেন। উপরন্তু, বিএনপি সরকারের আমলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের নাম এবং যাদের পরিবারের সদস্যরা স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জড়িত তাদের নামও "অসুপারিশকৃত" হিসাবে বাদ দেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪। বিএ-২১৭৮ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবুল হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত), ৫ম লং কোর্স। সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সামরিক সচিব। সাবেক মহাপরিচালক, বিজিবি। সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল আব্দুল হামিদ, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। আবদুল হামিদের সকল প্রকার অনৈতিক এবং বেআইনি কাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। যার ফলে পরবর্তীতে তিনি ডিজি বিজিবি হিসেবে নিয়োগ পান এবং বিজিবিকে তিনি একটি আওয়ামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রস্তুত করে আওয়ামী ঘরনার ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দেন এবং এই অনৈতিকতাকে একটি ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যান। তার সময় অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচন সমূহে তিনি বিজিবিকে আওয়ামী বাহিনী হিসেবে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করেন। পুরস্কার হিসেবে তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসাবে অবসরে পাঠানো হয়। বিপুল বৈভবের মালিক এই কর্মকর্তা একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১৫। বিএ-১৩৩৫ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল ওয়াদুদ (অবসরপ্রাপ্ত), ৭ম জেআরবি। সাবেক পিএসও এএফডি। বর্তমানে সামিট পাওয়ার-এর এমডি। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত হওয়ায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজ সেনাবাহিনীর অনুকূলে নিয়ে আসেন এবং তারেক সিদ্দিকীর নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত ঠিকাদারদেরকে প্রদান করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের নৈতিক অবক্ষয়ের পিছনে যে সকল অফিসারবৃন্দ জড়িত রয়েছেন তাদের মধ্যে জেনারেল ওয়াদুদ অন্যতম। বিপুল বৈভবের মালিক এই কর্মকর্তা ২০১৮ সালের ভূয়া জাতীয় নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের একজন প্রার্থী ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১৬। বিএ-২০০৪ লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী (অবসরপ্রাপ্ত), ২য় লং কোর্স। প্রাক্তন জিওসি – ৯ম ডিভিশন সাভার, প্রাক্তন ডিজি, এসএসএফ, প্রাক্তন কমান্ডেন্ট, এনডিসি, প্রাক্তন জিওসি, আরডক। একজন নীতিহীন, নারীলিপ্সু ও কুখ্যাত নাটকবাজ। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে খুশি করার জন্য রানা প্লাজায় রেশমা নাটক সহ নানান রকম নাটক মঞ্চস্থ করেন। এই নির্লজ্জ অফিসার সর্বপ্রথম সকল সামরিক নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সামরিক পোষাকে নৌকা মার্কার ব্রোচ পরিধান করা শুরু করেন। পুরষ্কার স্বরূপ তাকে এসএসএফ এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ না পাওয়ায় তিনি তার মতাদর্শ পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলে যান। এখন বিএনপির উপর মহলকে খুশি করার জন্য নানান রকম প্রতারণামূলক নাটক করে যাচ্ছেন। ২০১৯ সালে তার বিতর্কিত কর্মকান্ডের জন্য তাকে সব ক্যান্টনমেন্টে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ডিজিএফআই কর্মকর্তার বিবরণ অনুযায়ী, ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক ১১ ঘটিকায় তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী এবং তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ (পরবর্তীতে সেনাপ্রধান) রংপুরের তৎকালীন সংসদ সদস্য মাহবুব আরা গিনির নেতৃত্বে সাদা পতাকা হাতে পিলখানায় প্রবেশ করেন যার কারণ অদ্যাবধি অজ্ঞাত। এমনকি এই ঘটনাটি সকল তদন্ত দলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় বা এড়িয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। এমনকি পরবর্তীতে কোন তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় নাই।

১৭। বিএ-২৬৬৬ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান (অবসরপ্রাপ্ত), ১১তম লং কোর্স। প্রাক্তন সিজিএস। তিনি সাবেক সেনাপ্রধান শফিউদ্দিনের সকল অপকর্মের সঙ্গী। স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির ওপর তার রয়েছে প্রচন্ড লোভ। তিনি জেনারেল শফিউদ্দীনকে অনৈতিক ভাবে সহায়তার মাধ্যমে বিপুল বৈভবের মালিক হয়েছেন। বিইউপি এর ভিসি হিসেবে চাকুরীর সময় তিনি ঢাকার নামি ঠিকাদারদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সকল নির্মাণ কাজ তাদেরকে দিয়ে করিয়ে

একটি নির্দিষ্ট অংকের উৎকোচ গ্রহন করতেন। এছাড়া তিনি ঢাকা সেনানিবাসে নিজ ক্ষমতা খাটিয়ে বেশ কয়েকটি ফ্লাটের মালিকানা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে সেনানিবাসের পাঁচ নাম্বার রোডে তার একটি প্লট রয়েছে যেটি তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে দখল করেছেন। এছাড়া জানা যায়, সাগুফতা আবাসিক এলাকায় তিনি এক প্রকার জোর করে ১০ কাঠার একটি প্লট দখল করে আছেন। নিজ এলাকায় শেখ মজিবুর রহমানের সাথে তার ছোটবেলার একটি ছবি দেখিয়ে প্রায়শই তাকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে দেখা যায়। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক।

১৮। বিএ-৩৮৮৯ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ ফয়জুর রহমান, ২৩তম লং কোর্স। তিনি একজন মূখোশধারী বিশ্বাসঘাতক। আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের কমান্ডেন্ট থাকাকালীন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিনের খুব আস্থাভাজন হওয়ায় অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি মেজর জেনারেল পদে পদন্নোতি লাভ করেন। স্টাফ কলেজের কমান্ডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি ও তার পরিবার স্বেচ্ছাচারীতার সর্বোচ্চ নিদর্শন তৈরী করেন। অত্যন্ত দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী এই কর্মকর্তা শুধুমাত্র তার স্ত্রী কন্যার ইচ্ছা অনুযায়ী অসংখ্য অফিসারের ক্ষতি করেছেন। তিনি নিজ অহমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশের ছাত্র অফিসারদের বিভিন্ন নিয়মের অজুহাতে নানারকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেন যার ফলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের দূতাবাসকে প্রায়শই হস্তক্ষেপ করতে হয়। স্টাফ কলেজে ছাত্র অফিসারদের ভাষ্য অনুযায়ী তৎকালীন স্টাফ কলেজ কমান্ডেন্ট মেজর জেনারেল ফয়জুর তার উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যে "Father of the Nation" ব্যবহার করতেন। তার প্রতিটি বক্তব্যে, কর্মকান্ডে, আচরণে প্রকাশ্যে এবং নির্লজ্জভাবে স্বৈরাচার হাসিনার তোষামোদি করতেন। ২০২৩ সালে তিনি রাস্ট্রপতিকে শেখ মজিবর রহমানের বানী সম্বলিত অত্যন্ত ব্যয়বহুল উপহার প্রদান করেন। এছাড়াও ০৭ মার্চ ২০২৩ সালে তিনি বিদেশী ছাত্র অফিসারদের জন্য সাবটাইটেলযুক্ত শেখ মজিবর রহমানের ভাষনের প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করেন। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর মূহুর্তেই তিনি তার ভোল পাল্টান এবং নিজের ফেসবুক প্রোফাইল লাল করেন। ০৬ আগষ্ট তাকে ডিজিএফআই এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় যেখানে তিনি আনুমানিক ৩ মাস কর্মরত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ডিজিএফআই এর সকল স্থাপনায় স্থাপিত সকল "আয়নাঘরের" প্রমান সমূলে বিনষ্ট করেন। এমনকি জাতীয় গুম কমিশনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ডিজিএফআই এর সকল আয়নাঘরে কথিত সংস্কারের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন করেন। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় গুম কমিশন আয়নাঘর পরিদর্শনকালে কোন প্রমান খুজে পান নাই এবং তাঁরা এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। পুরস্কারস্বরুপ এই অফিসারকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাসদরে কিউএমজি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি বর্তমানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো অপরাধের সাথে জড়িত ডিজিএফআই কর্মকর্তাদের রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন। এই মূখোশধারী বিশ্বাসঘাতক পরবর্তী সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি স্বপদে বহাল রয়েছেন।

১৯। বিএ-৩১১৬ মেজর জেনারেল মোঃ সাইফুল আবেদীন (অবসরপ্রাপ্ত), ১৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই (২০১৭-২০২০)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি আয়নাঘরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছেন। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের নৃশংস উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ডিজিএফআই এ আওয়ামী লীগের ঘোর অনুগত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। তার সময়ে সবচেয়ে বেশি গুমের ঘটনা ঘটে। তার সময়ে ডিজিএফআই বেসামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে অধিক হস্তক্ষেপ করেছে। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্যহীন অনেক কর্মকর্তার কর্মজীবন ধ্বংসে জড়িত ছিলেন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের প্রহসনের জাতীয় নির্বাচনে পরিকল্পনা তৈরিতে জড়িত ছিলেন। তিনি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বিএ-৫৯৮০ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবির (বর্তমানে কর্নেল। ক্রমিক নং ১১৯) এর মাধ্যমে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে উৎখাত করেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমানে টাকা ঘুষ নিয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

২০। বিএ-১৯৫৬ মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইমরুল কায়েস (অবসরপ্রাপ্ত), ১ম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। প্রাক্তন পরিচালক, সিটিআইবি, ডিজিএফআই। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়ে তিনি ডিজিএফআইয়ের পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি নিজে পিলখানার আশেপাশের এলাকায় অবস্থান নেন যেন কোনভাবেই সেনাবাহিনী অথবা সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তা নিজ উদ্যোগে পিলখানায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে না পারে। পিলখানা এলাকায় অবস্থান করে তিনি পিলখানা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন বেসামরিক লোকজনের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে হত্যাকাণ্ডের মোবাইল ফুটেজ সংগ্রহ করেন এবং সকল তথ্যদাতাকে এ সকল ফুটেজ কোথাও প্রকাশ না করার জন্য হুমকি দেন। তার নিকট হত্যাকাণ্ডের প্রচুর পরিমাণে ভিডিও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন তদন্ত কার্যক্রমে সেগুলো উপস্থাপন করেননি। পুরস্কার স্বরূপ তাকে অতি দ্রুত মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

২১। বিএ-২১৮২ মেজর জেনারেল রেজানুর রহমান খান (অবসরপ্রাপ্ত), ৫ম লং কোর্স। প্রাক্তন উপ-মহাপরিচালক, র‍্যাব। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্যহীন অনেক কর্মকর্তার কর্মজীবন ধ্বংসে জড়িত ছিলেন। র‍্যাব এর উপ-মহাপরিচালক থাকা কালে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রত্যক্ষ প্রেসক্রিপশনে ও অংশগ্রহনে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ডে - "প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ" এই অজুহাতে পিলখানায় সর্বপ্রথম সকাল ১০ টায় উপস্থিত র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামানকে পিলখানায় বন্দি অফিসার ও তাদের পরিবারদের উদ্ধারে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বিরত রাখেন। অথচ সেটাই ছিল অভিযান পরিচালনার মোক্ষম সময় যখন হত্যাকারীরা তখনও সংগঠিত হতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকান্ড পিলখানায় সংঘটিত হয় যেখানে ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ ৭৪ জন নিরস্ত্র অবস্থায় নির্মমভাবে নিহত হন। পুরস্কার স্বরুপ তাকে অতি দ্রুত পরপর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমানে টাকা ঘুষ নিয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

২২। বিএ-৩১৩৫ মেজর জেনারেল মোঃ রাশেদ আমিন (অবসরপ্রাপ্ত), ১৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মবিনের ছোট ভাই। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অবসর গ্রহনের পরে বর্তমানে এনডিসিতে বেসামরিক ইন্সট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। নিজ ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের ঘনিষ্ঠ সহচর - বর্তমান ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেলের (আড়িপাতা সংস্থা) মহাপরচালক বিএ-৩৭৮০ মেজর জেনারেল আবদুল কাইউম মোল্লার (ক্রমিক নং ২৭) মেয়ের সঙ্গে। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

২৩। বিএ-৪৪১২ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, ২৭তম লং কোর্স। বর্তমান ডিজি, বিজিবি। সম্পূর্ণভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ এবং ডিজি হিসেবে অনেক অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সরাসরি বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি আন্দোলনরত ছাত্র জনতার ওপর সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পর তিনি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দিয়ে বহু ফ্যাসিস্ট আওয়ামী রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাসী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিরাপদে পালানোর জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি স্বপদে বহাল আছেন।

২৪। বিএ-৪৪১০ মেজর জেনারেল ফেরদৌস হাসান সেলিম, ২৭তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব। তার মাতা স্বৈরাচার শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে "আন্টি" বলে সম্বোধন করেন। তিনি প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ এবং জেনারেল শফিউদ্দিনের সামরিক সচিব ছিলেন। এখন তিনি প্রধান উপদেষ্টার সামরিক সচিব হিসেবে কাজ করছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রধান উপদেষ্টাকে ব্যবহার করে, তিনি সশস্ত্র বাহিনী, বেসরকারি প্রশাসন, পুলিশ এবং ফরেন সার্ভিসে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের মিশনে রয়েছেন। তিনি বাহিনী প্রধানদের সুপারিশ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে প্রভাবিত করেন। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর সাথে সরাসরি যোগাযোগে রয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি স্বপদে বহাল রয়েছেন।

২৫। বিএ-৪০৬০ মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান, ২৪তম লং কোর্স। বর্তমানে বরখাস্ত ও গ্রেফতারকৃত। প্রাক্তন র‍্যাব গোয়েন্দা প্রধান, প্রাক্তন এনএসআই পরিচালক, প্রাক্তন এনটিএমসি প্রধান। তিনি স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ২০০৯-২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে যেকোন বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত প্রতিটি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর, টেলিমনিটরিং ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে একজন হিংস্র দানব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের অনুগত না হওয়া এমন অনেক কর্মকর্তার কর্মজীবন ধ্বংস করার সাথে জড়িত। তার ক্ষমতা ও পদ ব্যবহার করে কমপক্ষে ৫০০০ কোটি টাকা অর্জন করেন। বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে গুম ও হত্যা করেন এবং এ কাজে তাকে সহায়তা করেন র‍্যাব-১ এর তৎকালীন অধিনায়ক বিএ-৩৭৯৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশিদুল আলম, (ক্রমিক নং ৫৭) এবং তৎকালীন মেজর, বর্তমানে বিএ-৫৯৮০ কর্নেল আহসানুল কবির (ক্রমিক নং ১১৯)। জেনারেল

জিয়া ২০১৪ সালে শাপলা চত্বরে হেফাযতে ইসলাম হত্যাকাণ্ডের প্রধান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী।

২৬। বিএ-৩৫০৮ মেজর জেনারেল নকীব আহমেদ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত), ১৯তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। প্রাক্তন এসএসএফ কর্মকর্তা। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

২৭। বিএ-৩৭৮০ মেজর জেনারেল আবদুল কাইউম মোল্লা, ২২তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। আশ্চর্যজনক ভাবে স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর তাকেই ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেলের (আড়িপাতা সংস্থা) মহাপরচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৮। বিএ-৪০৩০ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুর রশিদ, ২৪তম লং কোর্স। (কদমবুসি জেনারেল)। ডিজি, ডিজিডিপি, প্রাক্তন জিওসি ৫৫ ডিভিশন যশোর। শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত ও সেনাবাহিনীর এক কলঙ্ক। ০৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পর ৯ম বেঙ্গল ল্যান্সার্স ইউনিটের ট্যাংক ব্যবহার করে সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন। তার মদদেই গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় সেনাসদস্যদের মারাত্মক ভাবে আহত করা, সেনাবাহিনীর অস্ত্র লুট ও সেনাবাহিনীর যানবাহন পোড়ানোর পরও কোন রকম পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে নিজে বিরত থকেন এবং আক্রান্ত ইউনিটকেও বিরত রাখেন। তিনি টুঙ্গীপাড়ায় একটি অনুষ্ঠানে সামরিক পোষাক পরিহিত অবস্থায় শেখ হাসিনাকে সকলের সামনে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে এক নেক্কারজনক উদাহরণ তৈরি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৯। বিএ-৩৪৪৩ মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান, ১৮তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। সাবেক ডিজিএফআই পরিচালক, সাবেক ডিজি, বিজিবি, সাবেক ডিজি, এসএসএফ, বর্তমানে কমান্ডেন্ট ইবিআরসি। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে হিন্দন এয়ার বেস, ভারত পর্যন্ত পৌছে দেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩০। বিএ-৩৭৮৭ মেজর জেনারেল হামিদুল হক (বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত), ২২তম লং কোর্স। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময়কালীন ডিজি, ডিজিএফআই। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের উপর সকল বাহিনীর চালানো হত্যাকান্ড, অপহরন, নির্যাতন সহ সকল অপরাধের মূল সমন্বয়কারী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

৩১। বিএ-৩৬৫১ মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক, ২১তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, আনসার, প্রাক্তন ডিজিএফআই পরিচালক। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এনামুল হক শামীমের ভাই। যুক্তরাজ্যে দীর্ঘদিন ডিফেন্স এটাশে থাকা কালে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের উপর নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন। ৫ই আগস্টের ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পরে আনসার বাহিনীর বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনাকারী ও উস্কানীদাতা। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩২। বিএ-৪০০৬ মেজর জেনারেল এ কে এম রেজাউল মজিদ, ২৪তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ ও জেনারেল শফিউদ্দিনের একান্ত আস্থাভাজন ও তাদের সকল দূর্নীতির

সহকারী এই অফিসার। ২৪ এবং ১৪ কন্সট্রাকশন ব্রিগেডের কমান্ডার থাকাকালে ব্যপক দূর্নীতির মাধ্যমে জেনারেল আজিজ ও জেনারেল শফিউদ্দিনকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করেন এবং নিজেও বিপুল সম্পদের মালিক হন। তিনি জেনারেল আজিজ ও জেনারেল শফিউদ্দিনের "টোল কালেক্টর" হিসেবে অধিক পরিচিত। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর ঘনিষ্ঠ এই অফিসারকে "পদ্মা ব্রিজ রেলওয়ে লিংক প্রকল্পের" কন্সট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট টিমের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর সাথে যোগসাজশে এই প্রকল্প থেকে কমপক্ষে ৪৫০০ কোটি টাকা লোপাট করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৩। বিএ-৩৬২২ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ তৌহিদ-উল-ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ১৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, সিটিআইবি, ডিজিএফআই কর্মকর্তা। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের অনুগত না হওয়া এমন অনেক কর্মকর্তার কর্মজীবন ধ্বংস করার সাথে জড়িত। ২০১৮ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৩৪। বিএ-৩২৫৬ মেজর জেনারেল টি এম জোবায়ের, ১৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, এনএসআই। যুক্তরাজ্যে এনএসআই এ কর্মরত থাকার সময়, শেখ রেহানার সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং অবৈধ লেনদেন তত্ত্বাবধায়ন করেছেন। এছাড়াও যুক্তরাজ্যে দীর্ঘদিন থাকা কালে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের উপর নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৫। বিএ-৪৩১৪ মেজর জেনারেল মোহাঃ হোসাইন আল মোরশেদ, ২৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, এনএসআই। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এনএসআই প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের উপর সকল বাহিনীর চালানো হত্যাকান্ড, অপহরন, নির্যাতন সহ সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন এই মোরশেদ। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৬। বিএ-৩৫০১ মেজর জেনারেল মোঃ জহিরুল ইসলাম, ১৯তম লং কোর্স। জেনারেল আজিজ এবং শফিউদ্দিনের সময়কালীন লগ এরিয়া কমান্ডার, সাবেক এমজিও, সাবেক ডিজিএফআই পরিচালক। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৭। বিএ-৩৪২২ মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ, ১৮তম লং কোর্স। প্রাক্তন জিওসি ১৭ ডিভিশন সিলেট। একজন খাটি ভারত প্রেমিক অফিসার। দীর্ঘদিন ভারতে প্রশিক্ষন নেন এবং "র" এর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জিওসি থাকা কালে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের নির্দেশে সিলেট অঞ্চলে রাতের ভোট আয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে মাঠ ছেড়ে দেয়ার জন্য তার ডিভিশনকে নির্দেশ দেন। উক্ত ভোটে পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসনের জন্য বরাদ্ধকৃত প্রণোদনার অর্থ সুচারুরূপে বন্টন করেন। এ কাজে তাকে সরাসরি সহায়তা করেন বিএ-৪৪২৭ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন (তৎকালীন কর্নেল। ক্রমিক নং ৫৬)। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৮। বিএ-৪০১৫ মেজর জেনারেল কবির আহমেদ, ২৪তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব। প্রাক্তন পরিচালক, সিটিআইবি, ডিজিএফআই (২০১৯-২০২১)। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি

এখনও ফ্যাসিস্ট শাসকের উদ্দেশ্য পূরণে সক্রিয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৩৯। বিএ-৩৫৯৯ মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ খায়রুল বাশার, ২০তম লং কোর্স। লিবিয়ায় রাষ্ট্রদূত। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের ডান হাত। তিনি ছিলেন জেনারেল আজিজের অপরাধী ভাইদের ভুয়া নথিপত্রের সত্যায়নকারী। তিনি বিজিবিতে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪০। বিএ-৩৯৫১ মেজর জেনারেল মোঃ মোস্তাগাউছুর রহমান খান, ২৩তম লং কোর্স। জিওসি, লগ এরিয়া,ঢাকা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। মঠ বাড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আজীবন সদস্য পিতা মোঃ হাবিবুর রহমান খানের সন্তান এই অফিসার একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪১। বিএ-২৫০৩ মেজর জেনারেল মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান সরকার (অবসরপ্রাপ্ত), ৯ম লং কোর্স। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিনের ডান হাত। রাষ্ট্রের বৃহৎ সকল প্রকল্প থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ডলার লুট করেছেন। তিনি "ডলার সিদ্দিক" নামে বিশেষভাবে পরিচিত। সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ নির্মাণকাজ, সেনাবাহিনীর প্রকৌশলী সংগ্রহ, দেশের নদী ব্যবস্থাপনা, মহাসড়ক নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীকে যে কাজগুলো দিয়েছিল, সেসব কাজ তার পছন্দের ৩-৪টি কোম্পানি মধ্যে বণ্টন করে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন এই জেনারেল সিদ্দিকী। জানা গেছে, জেনারেল সিদ্দিকুরকে ঠিকাদারদের ডলারে পেমেন্ট দিতে হয়েছে। তিনি শেখ রেহানা ও সালমান এফ রহমানকে ম্যানেজ করে রাজউকের চেয়াম্যানের পদ পকেটস্থ করেন। আরও জানা গেছে, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন ও স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিকীর অর্থলোভী স্ত্রী শাহীন সিদ্দিকীর মাধ্যমে প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করে কুখ্যাত মেজর জেনারেল সিদ্দিকী এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে এই দুর্নীতিবাজ মেজর জেনারেল সিদ্দিক রাতারাতি বিএনপি নেতাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেন এবং নিজেকে বিএনপি সমর্থক হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন। ১৯.০৯.২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার তার রাজউকের চেয়াম্যানের চুক্তি বাতিল করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে মাত্র ৩ দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় এবং ২২.০৯.২৪ তারিখে তাকে রাজউকের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করা হয়। তিনি বর্তমানে বিএনপির হয়ে নরসিংদির শিবচর এলাকায় গণসংযোগ চালাচ্ছেন।

৪২। বিএ-৩১৩৬ মেজর জেনারেল সুলতানুজ্জামান মোঃ সেলিম উদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত), ১৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন কর্ণেল জিএস, সিটিআইবি, সিটিআইবি, ডিজিএফআই। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএমটিএফ থাকাকালীন নির্বাচন কমিশনের ইভিএম প্রকল্প থেকে কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও বিএমটিএফ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তসরুফ করেন। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৪৩। বিএ-৩৮১৩ মেজর জেনারেল মইন খান, ২২তম লং কোর্স। জিওসি ৯ম ডিভিশন সাভার। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের কট্টর বিরোধী ছিলেন। ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে দমনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। "র" এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, ০৫ই আগস্টের পর সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অস্থিরতার মূল মদদদাতা তিনি। তিনি তার অধীনিস্থ সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লীগ এমপি, আমির হোসেন আমুর বাড়িতে অভিযান চালাতে দেননি। তিনি ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সদস্যদের সাভার সেনানিবাসে আশ্রয় দিয়েছেন। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে সমর্থন পরিবর্তন করছেন। তিনি এখনও শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সক্রিয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৪। বিএ-৪১২৫ মেজর জেনারেল শেখ মোঃ সরওয়ার হোসেন, ২৫তম লং কোর্স। জিওসি ১০ ডিভিশন রামু। প্রাক্তন পরিচালক, সিটিআইবি, ডিজিএফআই (২০১৮-২০১৯)। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি চকরিয়া, কক্সবাজারে অভিযান চলাকালে ডাকাতদের হাতে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার লেফটেন্যান্ট তানজিমের জিওসি। তিনি শুধুমাত্র ইউনিট অধিনায়কদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেন। এখনও ফ্যাসিস্ট শাসনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্রিয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট

আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৫। বিএ-৩৭১৫ মেজর জেনারেল মোঃ খালেদ আল মামুন, ২১তম লং কোর্স। জিওসি, ১১ ডিভিশন বগুড়া। প্রাক্তন এমএস, প্রাক্তন মহাপরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর। গোপালগঞ্জের লোক হিসেবে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের কমান্ডেন্ট থাকাকালীন ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সমর্থনকারী অফিসারদের দমনে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্র আন্দোলন সমর্থন করে পোস্ট দানকারী অফিসারদের তিনি শাস্তির আওতায় আনেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৬। বিএ-৩৭৭৬ মেজর জেনারেল চৌধুরী মোহাম্মদ আজিজুল হক হাজারী, ২২তম লং কোর্স। জিওসি ১৭ ডিভিশন সিলেট। তিনি জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের কট্টর বিরোধী ছিলেন। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর তিনি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সদস্যদের সিলেট সেনানিবাসে আশ্রয় দেন। তিনি সিলেট সীমান্ত দিয়ে অধিকাংশ ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সদস্যদের নিরাপদে ভারতে পার করার ব্যবস্থা করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৭। বিএ-৪৩২৩ মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ২৬তম লং কোর্স। বর্তমান ডিজি, ডিজিএফআই!! প্রাক্তন জিওসি ৩৩ ডিভিশন কুমিল্লা। এই কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য। ০৪ আগস্ট ২০২৪ এ কুমিল্লা সেনানিবাসের প্রধান গেটের সামনে যখন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের ওপর গুলি চালায় তখন তিনি সেনাবাহিনীকে কোন ব্যবস্থা নিতে দেন নাই। ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এ মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতিকে গ্রেফতার করতে ২৩ বীরকে অনুমতি দেননি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত এই কুখ্যাত জেনারেলকে আকস্মিকভাবে অক্টোবর ২০২৪ এ ডিজি ডিজিএফআই হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। যোগদানের পরই তিনি ডিজিএফআই এবং র‍্যাবের মাধ্যমে নৌবাহিনীর ২ জন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও ৪ জন অন্যান্য পদবীর সদস্যদের গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাস থানায় হস্তান্তর করেন। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের তোপের মুখে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। তিনি এখনও ফ্যাসিস্ট শাসনের উদ্দেশ্য পূরণে সক্রিয়। তিনি বর্তমানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো অপরাধের সাথে জড়িত ডিজিএফআই কর্মকর্তাদের রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৮। বিএ-৪২৮৮ মেজর জেনারেল জে এম ইমদাদুল ইসলাম, ২৬তম লং কোর্স। জিওসি ৫৫ ডিভিশন যশোর। চলমান অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে তার অনীহা চোখে পরার মত। তার নিজ ডিভিশনের অফিসার সৈনিকবৃন্দ তার এ রকম লজ্জাজনক ভূমিকায় বিব্রত। তিনি সর্বাবস্থায় বিলম্বিত যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৪৯। বিএ-৩৭২৮ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ২১তম লং কোর্স। কমান্ড্যান্ট, বিপসট, প্রাক্তন কমান্ড্যান্ট, এমআইএসটি, প্রাক্তন ডিজি, এনআইডি প্রকল্প। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এমআইএসটিতে তার দূর্নীতি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি এবং তার স্ত্রী বাংলাদেশে বিভিন্ন সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের ভর্তি করার জন্য একটি সিন্ডিকেট গঠন করেন। তিনি তারেক সিদ্দিকীর নির্দেশনায় ভূয়া জাতীয় নির্বাচনী আয়োজনে ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫০। বিএ-৩৫৭৫ মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর হারুন (অবসরপ্রাপ্ত), ২০তম লং কোর্স। (কদমবুসি জেনারেল)। প্রাক্তন পিজিআর প্রধান। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি দীর্ঘ সময় পিজিআর এর কমান্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন এবং শেখ হাসিনা সরকারের যাবতীয় অপকর্মের একজন সাক্ষী। পরবর্তীতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি কুমিল্লার জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর পরবর্তী সময়ে তিনি পিজিআর এর একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে সকলের সামনে

পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে এক নেক্কারজনক উদাহরণ তৈরি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫১। বিএ-৩৩৫৭ মেজর জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ১৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন কমান্ডার, চট্টগ্রাম ডিজিএফআই এবং চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন দমনে মুল ভূমিকা পালন করেন। কুখ্যাত এই অফিসার গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫২। বিএ-৩৩৪৫ মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ১৭তম লং কোর্স। গোপালগঞ্জের লোক হিসেবে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব। প্রাক্তন পিজিআর প্রধান ও র‍্যাব-২ অধিনায়ক। কুখ্যাত এই অফিসার গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। শেখ হাসিনা সরকারের যাবতীয় অপকর্মের একজন সাক্ষী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫৩। বিএ-৩০৫৬ মেজর জেনারেল মোঃ শাফিনুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ১৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, বিজিবি। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ২০১৮ সালের ভূয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী এবং রুপকার। চরমভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার বিজিবি মহাপরিচালক থাকাকালে বিপুল অবৈধ অর্থ ও সম্পদের মালিক হন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫৪। বিএ-১৫০৯ মেজর জেনারেল এম রফিকুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), ৩য় শর্ট কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীর তদন্ত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর নির্দেশে তিনি রাতারাতি তদন্ত রিপোর্ট পরিবর্তন করেন এবং হত্যাকান্ডে জড়িত মূল আসামিদের (রাজনৈতিক ও বিদেশী) বাদ দেন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করন। আশ্চর্যজনকভাবে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তাকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক।

৫৫। বিএ-২০৩১ মেজর জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আমান হাসান (অবসরপ্রাপ্ত), ৮ম শর্ট কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, এসএসএফ। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি শেখ হাসিনাকে বুবু বলে ডাকেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এসএসএফ কার্যালয় থেকে তার অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসা পরিচালনা করতেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন।

৫৬। বিএ-৪৪২৭ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, ২৭তম লং কোর্স। একজন প্রকৃত ভারত প্রেমিক অফিসার। দীর্ঘদিন ভারতে প্রশিক্ষন গ্রহনের সুবাদে তিনি কোলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সদস্যপদও লাভ করেন। ২০১৮ সালে ১৭ ডিভিশন সিলেটে বিএ-৩৪২২ মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ (ক্রমিক নং ৩৭) এর অধীনে কর্ণেল জিএস থাকা কালে রাতের ভোটের ভূয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তৎকালীন কর্ণেল মোয়াজ্জেম। কর্নেল মোয়াজ্জেম, তার জিওসির নির্দেশে সিলেট এলাকার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভোট জালিয়াতির সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। আওয়ামীসেবী এই কর্নেল মোয়াজ্জেম পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়ে সেনাসদরে বাজেট পরিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান। অক্টোবর ২০২৪ এ তাকে মেজর জেনারেল পদে পদন্নোতি দিয়ে ৭ম ডিভিশন বরিশালের জিওসি হেসেবে নিযুক্ত করা হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৫৭। বিএ-৩৭৯৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশিদুল আলম (এলপিআর), ২২তম লং কোর্স। প্রাক্তন অধিনায়ক, র‍্যাব-১, ডিজি বিএএসবি। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনিই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জোরপূর্বক গুমের করার সংস্কৃতি শুরু করেন। তিনি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত তৎকালীন মেজর, বর্তমানে বিএ-৫৯৮০ কর্নেল আহসানুল কবির (ক্রমিক নং ১১৯) এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানে এর সাথে মিলে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলিসহ অনেক জোরপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি বিপুল পরিমানে অবৈধ অর্থ ও সম্পদের মালিক। তার পরিবারকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী করার পর সকল অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সেখানেই পাচার করেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৫৮ বিএ-৩৬৫৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী অনিরুদ্ধ, ২১তম লং কোর্স। কুখ্যাত সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। জেনারেল আজিজের সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত সহযোগী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৫৯। বিএ-৩৬৬৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তাজুল ইসলাম ঠাকুর, ২১তম লং কোর্স। প্রাক্তন আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের প্রধান। কুখ্যাত সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। জেনারেল আজিজের সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত সহযোগী। আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের কমান্ডেন্ট থাকাকালীন ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬০। বিএ-৫৩৮৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানি, ৩৫তম লং কোর্স এবং তার স্ত্রী বিএ-৬৬৪৪ লেফটেন্যান্ট কর্নেল রুবানা নওশিন মিথিলা, ৪৮তম লং কোর্স। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নীতিহীন এক দম্পতি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল রুবানা প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন চৌধুরীর সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। জেনারেল শফিউদ্দিন চৌধুরীর অধিকাংশ বিদেশ সফরের সঙ্গী ছিলেন এই রুবানা। বিনিময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পদোন্নোতি সহ নিয়োগ বাগিয়ে নেন। একই সাথে তার স্বামীও পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

৬১। বিএ-৪০৫৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তামজিদুল হক চৌধুরী, ২৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই পরিচালক। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬২। বিএ-৪১২০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন-উর-রশীদ, ২৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর। কুখ্যাত সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। জেনারেল আজিজের সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত সহযোগী। জেনারেল আজিজ তার মাধ্যমেই সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লিগ বাহিনীতে পরিনত করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬৩। বিএ-২৯২৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত), ১৩তম লং কোর্স। বিএ-২৮৯০ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আকবর হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত। ক্রমিক নং ৯) এর ব্যাচমেট এবং তার সকল অপকর্মের সঙ্গী। তিনি ডিজিএফআই, চট্টগ্রামের কমান্ডার থাকা কালে হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৬৪। বিএ-৪৫৪২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নিশাতুল ইসলাম খান, ২৮তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই পরিচালক। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তিনি ২০২৪ সালের ভূয়া জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে আনার মূল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। তিনি জুলাই ২০২৪-এ ০৬ জন ছাত্র সমন্বয়ককে অপহরণের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সমন্বয়ক নাহিদুল ইসলামকে ২ দিন নির্মম নির্যাতন করেছেন। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন এই নিশাত। ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই কুখ্যাত অফিসার অতি দ্রুততার সাথে তার অধীনে সকল আয়নাঘর এর প্রমান বিনষ্ট করেন। তিনি এখনও শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার কাজে সক্রিয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬৫। বিএ-৫০৮৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিজানুর রহমান, ৩২তম লং কোর্স। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ডিজিএফআই ঢাকা ডেট কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ের ডিজি, ডিজিএফআই মেজর জেনারেল হামিদের ডান হাত এবং একজন মানুষরুপী পিশাচ এই মিজান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের উপর সকল বাহিনীর চালানো হত্যাকান্ড, অপহরন, নির্যাতন সহ সকল অপরাধের মূল সমন্বয়কারী ছিলেন এই মিজান। কুখ্যাত এই অফিসার গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ

ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই কুখ্যাত মিজান অতি দ্রুততার সাথে তার অধীনে সকল আয়নাঘর এর প্রমান বিনষ্ট করেন। খুবই চতুর এই অফিসার ডিজিএফআই এর সকল প্রকল্পের ১০% ঘুস হিসেবে কেটে নিতেন যার ফলে তিনি এখন বিপুল অবৈধ অর্থের মালিক। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তাকে কুমিল্লায় সামরিক গোয়েন্দা প্রশিক্ষন স্কুলের (SMI) কমান্ডেন্ট হিসেবে বদলী করা হয়।

৬৬। বিএ-৪৯৭৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ তরিকুল ইসলাম, ৩১তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী নেতা মাহবুবুল আলম হানিফের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এমনকি তার বাবা ও শ্বশুর আওয়ামীলীগ নেতা। চকরিয়ায় ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট এ কর্মরত থাকাকালীন তিনি তার ইউনিটকে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পরিনত করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬৭। বিএ-৫১৪৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজু আহমেদ, ৩৩তম লং কোর্স। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সামরিক সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬৮। বিএ-৪৫৪৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হুমায়ুন কাইউম, ২৮তম লং কোর্স। সম্পূর্ণরূপে দূর্নীতিগ্রস্থ, ইসলামবিরোধী এবং ভারতপন্থী কর্মকর্তা। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের ডান হাত। তিনি তার অধীনস্থ ইসলামিক মনোভাবাপন্ন সদস্যদের প্রতি ঘৃণা ও কঠোরভাবে দমন করতেন। এসআইঅ্যান্ডটি তে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকার সময় তিনি প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের পুত্র লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) ইশফাককে - সব ধরনের অনৈতিক সুবিধা প্রদান করেন এবং এর মাধ্যমে একটি বিশেষ পর্যালোচনা বোর্ডের মাধ্যমে (মূল পদোন্নতি বোর্ড নয়) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে তার পদোন্নতি নিশ্চিত করেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিশ্বাস অর্জনের জন্য, তিনি সেনাবাহিনীর জার্নালে শেখ হাসিনার প্রশংসা করে অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এসআইঅ্যান্ডটি রেস্তোরাঁয় ব্রিগেডিয়ার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তবুও তৎকালীন কমান্ড্যান্ট, আরেক কট্টর আওয়ামী লীগ সমর্থক মেজর জেনারেল (বর্তমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) শাহীনুল হক (ক্রমিক নং ১৩) এর কোনো ব্যবস্থা নেননি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৬৯। বিএ-৪৩৮৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আনোয়ার লতিফ খান, ২৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স), র‍্যাব। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭০ বিএ-৫০৪৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম আজাদ, ৩২তম লং কোর্স। প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স), র‍্যাব। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭১। বিএ-৪৬৪৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ খালেদ কামাল, ২৯তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আমলের পিজিআর প্রধান এবং আশ্চর্যজনকভাবে এখনও স্বপদে বহাল থেকে প্রধান উপদেষ্টার সাথে নিয়োজিত আছেন। শেখ হাসিনা সরকারের যাবতীয় অপকর্মের একজন সাক্ষী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭২। বিএ-৪৬৩৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, ২৯তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন সিটিআইবি পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৩। বিএ-৫৩২২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাহাবুব আলম, ৩৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব উপ-মহাপরিচালক, এসএসএফ, ডিজিএফআই পরিচালক। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ২০১৮ ও ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৪। বিএ-৪৯৩৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার, ৩১তম লং কোর্স। প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন্স), র‍্যাব। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৫। বিএ-৫০৪৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহান সাদি, ৩২তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৬। বিএ-৫২০০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ বাকের, ৩৩তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত সহযোগী। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৭। বিএ-৪৩৪৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খান, ২৬তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন মিডিয়া পরিচালক। "র" এর সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ। "র" এর প্রেসক্রিপশনে নানা কল্পকাহিনী রচনা করে অসংখ্য স্বৈরাচার বিরোধী অফিসারের ক্ষতি করেছেন। অসংখ্য গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের সাথে জড়িত এই অফিসার। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৮। বিএ-৪৬৩৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম জাকারিয়া হুসাইন, ২৯তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৭৯। বিএ-৪৭৭৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মঈন উদ্দিন, ৩০তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮০। বিএ-৪৮৯৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম ইমরান হামিদ, ৩১তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এডিসি। শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদেও তিনি শেখ হাসিনার এডিসি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন যা মূলত একজন মেজর পদিবীর পদ। তিনি নিজেকে শেখ হাসিনার পুত্র বলে দাবি করেন। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় তিনি ঢাকা ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তার অধীনস্থ ইউনিটকে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক ২৩ ইষ্ট বেঙ্গলের উপঅধিনায়ক বিএ-৭৫১৬ মেজর মোহাম্মদ নোমান আল ফারুক (ক্রমিক নং ১৫৬) ছাত্র আন্দোলনের সময় তার নিজ সৈনিকদের ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর সেনাসদস্যদের মাটিতে শুয়ে লক্ষ্যভেদী গুলি চালানোর ভিডিও ভাইরাল হয়। ০৫ আগস্ট ২০২৪ এ স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেই রাতেই লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহিনুল হক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাইফুল আলম, কুখ্যাত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুজিবুর রহমান, কুখ্যাত

মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের সাথে মিলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরান হামিদ সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন, যার ফলে ০৬ আগস্ট ২০২৪ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংস্থায় বদলি করা হয় এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরানকে পদচ্যুত করে ঢাকার বাইরে বদলী করা হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাকে নভেম্বর ২০২৪ এ এনডিসি প্রশিক্ষনের জন্য নির্বাচিত করে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয় যা এক সুগভীর ষড়যন্ত্রেরই অংশ। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় সরকারী চাকুরীবিধি লংঘন করে ইতিমধ্যে স্বপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহন করেছেন।

৮১। বিএ-৫২৭৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নুরুন্নবী, ৩৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, এনএসআই রাজনৈতিক শাখা। জুলাই-আগস্ট বিপ্লব দমনের জন্য তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি রামুতে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তার কমান্ড ব্যর্থতার কারনে চকরিয়া, কক্সবাজারে অভিযান চলাকালে ডাকাতদের হাতে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন লেফটেন্যান্ট তানজিম। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮২। বিএ-৫০৭৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ উদ্দিন আহমদ, ৩২তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব অধিনায়ক ও এসএসএফ কর্মকর্তা। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। এমনকি ২৫ ফেরুয়ারী ২০০৯ তারিখে সংঘটিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডে জড়িত আসামী ও চাক্ষুস স্বাক্ষী গুম করার সাথে তিনি জড়িত। যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৩। বিএ-৫১৯৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ শাররীফ মানী, ৩৩তম লং কোর্স। ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশনের কমান্ডার। চরম্ভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিনের সাথে মিলে বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প থেকে বিশাল অর্থ ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৪। বিএ-৪৪৪১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী, ২৭তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন সিটিআইবি পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই অফিসার অতি দ্রুততার সাথে তার অধীনে সকল আয়নাঘর এর প্রমান বিনষ্ট করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৫। বিএ-৪৩০২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাকিব উদ্দিন খাঁন, ২৬তম লং কোর্স। যুক্তরাজ্যে কভার পোস্টিং এ থেকে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের উপর নজরদারির দায়িত্বে নিয়োজিত। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৬। বিএ-৪৭৭৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাজিম-উদ-দৌলা, ৩০তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আকবরের পিএস হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটের কমান্ডেন্ট থাকাকালীন ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৭। বিএ-৪৮৯৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন ভূঞা, ৩১তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই পরিচালক, ৭ এডি ব্রিগেড কমান্ডার। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক

এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৮। বিএ-৫৪৯৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ইফতেখারুল মাবুদ, ৩৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন এনএসআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৮৯। বিএ-৫০৫২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ ইমরুল মাবুদ, ৩২তম লং কোর্স। প্রাক্তন এনএসআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯০। বিএ-৩১৭৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু তাহের মোহাম্মদ ইব্রাহীম (অবসরপ্রাপ্ত), ১৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, সিটিআইবি, ডিজিএফআই। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৯১। বিএ-৪০০৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত), ২৪তম লং কোর্স। বরগুনা-২ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সবুর টুলুর জামাতা এই অফিসার চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় অসংখ্য জমি দখল, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সহ নানাবিধ অপকর্মে জড়িত থেকে বিপুল অবৈধ অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৯২। বিএ-২৫২১ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহিয়া আজম খাঁন (অবসরপ্রাপ্ত), ৯ম লং কোর্স। প্রাক্তন বিজিবি কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি বিজিবি দলের সাথে শাপলা চত্বরে হেফাজতের হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

৯৩। বিএ-৪৪১৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল মতিন, ২৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই ও এনএসআই কর্মকর্তা। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। যুক্তরাজ্যে ডিফেন্স এটাশে হিসেবে কর্মরত এবং বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের উপর নজরদারির দায়িত্বে নিয়োজিত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৪। বিএ-৪৩৪২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাবিবুর রহমান, ২৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন এসএসএফ কর্মকর্তা। ৫ বছর যাবৎ ওয়াশিংটনে এনএসআই কভার পোস্টিং এ নিয়োজিত আছেন। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৫। বিএ-৫১৫০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ, ৩৩তম লং কোর্স। দীর্ঘ সময় এসএসএফ এ কর্মরত ছিলেন। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সহকারী সামরিক সচিব। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৬। বিএ-৪৬৫৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জি এম শরিফুল ইসলাম, ২৯তম লং কোর্স। ইথিওপিয়ায় ডিফেন্স এটাশে হিসেবে কর্মরত। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। দীর্ঘ সময় ডিজিএফআই বরিশালে এ কর্মরত থেকে স্বৈরাচার বিরোধী মনোভাব পোষনকারী অনেক কর্মকর্তার চরম ক্ষতি করেছেন। ২০১৮ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের অন্যতম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৭। বিএ-৪৫৯৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহিরুল হক খাঁন, ২৮তম লং কোর্স। সিএসডির এমডি। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিনের সাথে মিলে সিএসডি থেকে গত ৩ বছর বিপুল পরিমান অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৮। বিএ-৪৪৪৩ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাহেদুল ইসলাম, ২৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। ৩ বছর যাবৎ ওয়াশিংটনে ডিফেন্স এটাশে হিসেবে কর্মরত। কুখ্যাত মেজর জেনারেল খালেদ মামুনের প্রাক্তন পিএস। অসংখ্য গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

৯৯। বিএ-৩৪৫২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সেলিম মাহমুদ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত), ১৮তম লং কোর্স। মিরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য কামাল মজুমদার এর জামাতা। প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বিজিবি, প্রাক্তন মহাপচালক সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তর। স্বৈরাচার বিরোধী মনোভাব পোষনকারী অনেক কর্মকর্তার চরম ক্ষতি করেছেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালে অবৈধভাবে অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডার নাগরিকত্ব গহন করেন। সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিগ্রস্ত এই অফিসার একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১০০। বিএ-৪৯৪২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ কামাল মামুন, ৩১তম লং কোর্স। প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০১। বিএ-৪৬৩৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান, ২৯তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন সিআইবি পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০২। বিএ-৪৬৯৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাফিজ মাহমুদ, ২৯তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন সিআইবি পরিচালক। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৩। বিএ-৪৭০৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এমরানুল হাসান, ২৯তম লং কোর্স। র‍্যাব, এনএসআই মোট ৯ বছর।চাকুরী করেছেন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। দীর্ঘ সময় র‍্যাব, ডিজিএফআই ও এনএসআই এ কর্মরত থেকে অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৪। বিএ-৪৮১০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোন্দকার শফিকুজ্জামান, ৩০তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। দীর্ঘদিন এসএসএফ, ডিজিএফআই এবং সিঙ্গাপুরে কভার পোস্টিং এ নিয়োজিত থেকে বর্তমানে পরিচালক প্রশাসন বিজিবি হিসেবে বিজিবি প্রধান বিএ-৪৪১২ মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামানের (ক্রমিক নং ২৩) গোপন উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৫। বিএ-৫২১৬ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল হক খান, ৩৩তম লং কোর্স। বরখাস্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের এসএসএফের পরিচালক। বর্তমানে তিনি সিওডি কমান্ডেন্ট হিসেবে নিয়োজিত আছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসরবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ এবং ICC তে বিচার এবং পাসপোর্ট বাতিলের সুপারিশ

(সম্মানিত দেশবাসী, জাতিসংঘ এবং সকল বৈদেশিক মিশন সমূহের অবগতির জন্য)

১০৬। বিএ-৪৬৩৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ২৯তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব অধিনায়ক ও কমান্ডার পিজিআর। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। যার ফলশ্রুতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৭। বিএ-৪৮৯০ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সূফি মোঃ আতাউর রহমান, ৩১তম লং কোর্স। সাবেক কমান্ডার চট্টগ্রাম ডিজিএফআই। ২০২১ সালে ভুয়া সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করে অন্য সকল প্রার্থীদের উপর মামলা, গ্রেফতার ইত্যাদির মাধ্যমে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃস্টি করেন। ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে তিনি চট্টগ্রামে হেফাজত ইসলামের আন্দোলনে কঠোর প্রাণঘাতী পদক্ষেপের নির্দেশ দেন এবং পরে শহরের সাধারণ নাগরিকসহ অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেন। চট্টগ্রামে হেফাজত ইসলামের সকল কার্যক্রম তিনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতেন। পুরষ্কার স্বরূপ তাকে সেনা পদক দেওয়া হয়। নভেম্বর ২০২৪ এ এই কুখ্যাত অফিসারকে সেনাসদরে বাজেট পরিদপ্তরের পরিচালকের পদে নিয়োগ করা হলেও কঠোর সমালোচনার মুখে তা বাতিল করা হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৮। বিএ-৫৫৯৫ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ৩৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, সিগন্যাল ইন্টালিজেন্স, ডিজিএফআই। প্রাক্তন পরিচালক, টেকনিক্যাল উইং, এনএসআই। তার প্রধান কাজ ছিল ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী যেকোনো নাগরিকের ফোন কল মনিটর, ট্র্যাক এবং রেকর্ড করা। ডিজিএফআই এ কর্মরত থাকাকালে তিনি একজন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে ওঠেন। এনএসআই এ কর্মরত থাকার সময় তিনি জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের নেতাদের মনিটর এবং ট্র্যাক করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৫ই আগস্ট ২০২৪ এর পর তাকে সিগন্যাল স্কুলে পোস্ট করা হয়েছে এবং অক্টোবর ২০২৪ এ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১০৯। বিএ-৩৫২৯ কর্নেল মোঃ মখছুরুল হক (অবসরপ্রাপ্ত), ১৯তম লং কোর্স। ২০০৯ সাল থেকে প্রায় ১২ বছর ডিজিএফআই এ কর্মরত ছিলেন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। ডিজিএফআই এর পদ ব্যবহার করে অসংখ্য মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করে বিপুল অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছেন। বেগম খালেদা জিয়াকে সেনানিবাস্থ মঈনুল রোডের বাসা থেকে উৎখাতে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। বর্তমানে দুবাইয়ে বসবাস এবং স্বর্নের ব্যবসা করছেন।

১১০। বিএ-৪৬৬৪ কর্নেল মোঃ ইমরান ইবনে এ রউফ, ২৯তম লং কোর্স। ডিজিএফআই এর প্রাক্তন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। র‍্যাব-১০ এর অধিনায়ক থাকাকালে কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের সাথে স্বশরীরে শাপলা চত্তরে হেফাজতে ইসলাম হত্যাকান্ডে অংশগ্রহন করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১১। বিএ-৫২০৫ কর্নেল মোঃ শহীদুর রহমান, ৩৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন পরিচালক, এসএসএফ। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা, কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী এবং বরখাস্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১২। বিএ-৪৪৯০ কর্নেল কিসমৎ হায়াৎ (অবসরপ্রাপ্ত), ২৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন অধিনায়ক, র‍্যাব-১। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার হেফাজত ইসলাম শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড ও অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১১৩। বিএ-৫৬৯৭ কর্নেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৩৮তম লং কোর্স। একজন অন্ধ ভারতপ্রেমী অফিসার। তার চাকুরীর বেশীরভাগ সময় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থায় নিয়োজিত ছিলেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী অসংখ্য অফিসাররে চরম ক্ষতি সাধন করেছেন। "র" এর সাথে রয়েছে তার বিশেষ যোগাযোগ। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও প্রাক্তন সেনাপ্রধান শফিউদ্দিনের একান্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত কাজ করতেও দ্বিধা করতেন না এই অফিসার। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৪। বিএ-৫১৩৮ কর্নেল এ কে এম আজম চৌধুরী, ৩৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই মহাপরিচালক কুখ্যাত মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদীনের পিএস। সাইফুল আবেদীনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের বিশ্বস্ত সঙ্গী। পরে তাকে সিঙ্গাপুরে বদলী করা হয়। সেখানে তার কাজ ছিল সিঙ্গাপুরে এস আলম ও সামিট গ্রুপের সমস্ত অবৈধ লেনদেন সহজতর করা। তিন বছর ধরে তিনি এস আলম ও সামিট গ্রুপকে বাংলাদেশ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অবৈধভাবে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, তিনি এখন বর্তমান ডিজিএফআই মহাপরিচালকের পিএস হিসেবে পুনরায় নিয়োগপ্রপ্ত হয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৫। বিএ-৫৪৮০ কর্নেল আবদুল্লাহ আল-মোমেন, ৩৬তম লং কোর্স। তিনি ২০১২-২০১৪ সময়কালে র‍্যাব ইন্টেলিজেন্সের উপপরিচালক অর্থাৎ কুখ্যাত জিয়াউল আহসানের উপপরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কুখ্যাত জিয়াউল আহসানের অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের বিশ্বস্ত সঙ্গী। এছাড়াও তিনি জুলাই-আগষ্ট আন্দোলনের সময় র‍্যাবের উপমহাপরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র জনতার উপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালানোর সরাসরি নির্দেশদাতা এই মোমেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৬। বিএ-৫১১৪ কর্নেল আবু জাফর সেখ মোঃ বজলুল হক, ৩২তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৭। বিএ-৫১৭৭ কর্নেল মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী, ৩৩তম লং কোর্স। এনএসআই বিশেষ শাখার কুখ্যাত অফিসার। কুখ্যাত জিয়াউল আহসানের অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের বিশ্বস্ত সঙ্গী। বর্তমানে এনএসআই থেকে ভারতে কর্মরত রয়েছেন এবং "র" এর সরাসরি নির্দেশনায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। তিনি এখনও স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৮। বিএ-৫৯২৯ কর্নেল জি, এম, রাজীব আহমেদ, ৪১তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সহকারী সামরিক সচিব। শেখ রেহানা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১১৯। বিএ-৫৯৮০ কর্নেল মোঃ আহসানুল কবীর, ৪১তম লং কোর্স। রংপুরের অধিবাসী কুখ্যাত এই অফিসার ২০০৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত মূলত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের একান্ত আস্থাভাজন হিসেবে তাদের প্রধানতম লাঠিয়াল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ বিরোধী মত দমনে সিদ্ধহস্ত এই অফিসার অগনিত বিচার বহির্ভুত হত্যা, গুম, নির্যাতনের সাথে সরাসরি জড়িত। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা "মোসাদ" ও বিভিন্ন ইসরাইলি ব্যক্তিবর্গের সাথেও তার বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এই অফিসার র‍্যাব ও ডিজিএফআই কর্মরত থেকে রাজধানী ঢাকায় তার নৃশংস কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মাঝে কিছু সময় ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড এর অধীনস্থ ৫৭ ইষ্ট বেঙ্গল, ঢাকার অধিনায়ক এর দায়ত্ব পালন করলেও তিনি অধিকাংশ সময়ে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত ছিলেন। এই সাইকো অফিসারের শিকার সেনাবাহিনীর অগনিত অফিসার। তিনি অত্যন্ত ঠান্ডা

মাথায় আওয়ামী লীগ বিরোধী বিভিন্ন অলিক ও মিথ্যা কল্পকাহিনী রচনা করে অগনিত অফিসারের চাকুরী ও জীবন ক্ষতি সাধন করেন।

ভয়ংকর রকম অর্থ ও নারী লোভী এই অফিসার একজন চুড়ান্ত রকমের সাইকো। এই অফিসার মেজর পদবীতে র‍্যাব-১ এ কর্মরত থাকাকালীন জুয়েনা আহসান (বর্তমানে তার ২য় স্ত্রী) নামক মিডিয়া ব্যক্তিত্বের সাথে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হন। যার ফলশ্রুতিতে তার ১ম স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিজেকে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারের শ্যালক এবং বেগম রওশন এরশাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেও দাবি করেন এবং সে অনুযায়ী AFWC কোর্স সহ বিভিন্ন অনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহন করেন। নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে দূর্নীতি সহ বহু অপকর্মে লিপ্ত এই অফিসার নিজ এবং বর্তমান স্ত্রীর নামে বিপুল অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়েছেন। রংপুরে তার নিজ জেলায় রয়েছে অঢেল সম্পদ। এমনকি সিগন্যাল কোরে কর্মরত তার ২ ব্যাচমেট এর নিকট থেকে মিরপুর সাগুফতা হাউজিং এ জমি উদ্ধারের বিনিময়ে ফ্ল্যাটও গ্রহন করেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হলেও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক প্রভাবের কারনে তিনি সর্বদাই নিজেকে কোন ধরনের শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হন।

তার বিভিন্ন অপকর্মের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক। ১৭ এপ্রিল ২০১২ র‍্যাব-১ এ কর্মরত থাকা কালে র‍্যাব-১ এর অধিনায়ক বিএ-৩৭৯৯ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ক্রমিক নং ৫৭) মোহাম্মদ রাশিদুল আলমের নির্দেশে বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে গুম ও হত্যায় সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন মেজর আহসানুল কবীর। এর পুরস্কার স্বরুপ স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা নিজ হাতে তাকে পিপিএম পদক পরিয়ে দেন।

খ। আগস্ট-অক্টোবর ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা উৎখাতের সমগ্র প্রক্রিয়ায় তৎকালীন ডিজিএফাই প্রধান কুখ্যাত মেজর জেনারেল সাইফুল আবেদিনের সাথে সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

গ। ২২ আগস্ট ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী সৈয়দ সাদাত আহমেদ অপহরনে সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

ঘ। ২৩ আগস্ট ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে আইএফআইসি ব্যাংকের করপোরেট কমিউনিকেশন অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদকে পল্টনস্থ খানা বাসমতী হোটেল থেকে অপহরনের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর। এই অপহরনের সিসি টিভি ফুটেজ সে সময় ভাইরাল হয় যেখানে আহসানুল কবীরের কার্যক্রম স্পষ্ট প্রকাশিত হয়।

ঙ। ২৬ আগস্ট ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ইশরাক আহমেদ অপহরনের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

চ। ২৭ আগস্ট ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য তাঁর নিকট আত্বীয় - স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও বেলারুশের অনারারি কনসাল অনিরুদ্ধ রায় অপহরনের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

ছ। ০৭ নভেম্বর ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে নর্থ সাউথ শিক্ষক মোবাশ্বের হাসান সিজার অপহরনের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

জ। ০৪ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে কাতার ও ভিয়েতনামে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান অপহরনের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

ঞ। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে বঙ্গভবনে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদকে কদমবুসি করার পর একই উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসএসএফ কর্মকর্তারা বাধা দেন এবং বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিতে ডিজিএফআই ও এসএসএফ ডিজিদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

ত। ০৮ আগস্ট ২০১৮ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান ডিউক, বীরপ্রতীক অপহরনে সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

থ। ২১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ওয়াহিদ উন নবী (অবঃ) অপহরনে র‍্যাব এর সাথে সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর। স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ওয়াহিদ উন নবী (অবঃ) দীর্ঘ ০৪ মাস লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়নাঘরে বন্দি ও অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। পরবর্তিতে কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের নির্দেশে স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ওয়াহিদ উন নবীকে রিমান্ডে নিয়ে তাঁর উপর পুলিশ কতৃক নির্মম নির্যাতনের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন এই কুখ্যাত তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

দ। ১০ এপ্রিল ২০১৯ সালে ডিজিএফআই ঢাকা ডেট এ কর্মরত থাকা কালে মিরপুর ডিওএইচএস এলাকা থেকে আইটি বিশেষজ্ঞ কামরুল ইসলাম অপহরনে সরাসরি অংশগ্রহন করেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আহসানুল কবীর।

ধ। ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এ রকম অসংখ্য গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা ও দূর্নীতির সাথে সরাসরি জড়িত এবং অন্যান্য অফিসার কর্তৃক সংঘটিত একই ধরনের অপকর্মের স্বাক্ষী এই কুখ্যাত কর্নেল আহসানুল কবীর।

এ রকম অগনিত অপকর্মের পুরষ্কার স্বরুপ ২০২৩ তাকে কর্নেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। বর্তমানে কর্নেল আহসানুল কবির নিজ জেলা রংপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মরত আছেন এবং পুনরায় ডিজিএফআই এ প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছেন।

১২০। বিএ-৫৩৮৫ কর্নেল মোঃ কামরুল হাসান, ৩৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন অধিনায়ক, র‍্যাব-১। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার হেফাজত ইসলাম শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড ও অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২১। বিএ-৬০৬০ কর্নেল এস এম শাহেদুজ্জামান, ৪২তম লং কোর্স। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউদ্দিনের চাচাতো ভাই। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তার বড় ২ ভাই পুলিশে কর্মরত আছেন, যারা কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সুবিধাভোগী। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২২। বিএ-৫৯৩২ কর্নেল মোঃ সোহেল আহমেদ, ৪১তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই কুখ্যাত অফিসার অতি দ্রুততার সাথে তার অধীনে সকল আয়নাঘর এর প্রমান বিনষ্ট করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৩। বিএ-৫৯৭৭ কর্নেল শেখ খালিদ মোহাম্মদ ইফতেখার, ৪১তম লং কোর্স। গোপালগঞ্জের অধিবাসী এই অফিসার বিখ্যাত "র" এজেন্ট (বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিব এবং প্রাক্তন এসএসএফ মহাপরিচালক মেজর জেনারেল নাজমুলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তার পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২ বার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়েছিলেন। তার এসএসএফ এ প্রথম মেয়াদ ছিল বিখ্যাত "র" এজেন্ট (বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের অধীনে দীর্ঘ ৭ বছর। এরপর তাকে UN মিশনে পাঠানো হয়। UN মিশনের পর, এই কর্মকর্তাকে বিজিবি-তে বদলী করা হয়। সেখানে, তিনি ঢাকা ডিটাচমেন্ট কমান্ডার হিসেবে গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন। পরে, তাকে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়, যেখানে তিনি তৎকালীন বিজিবি মহাপরিচালকের আর্থিক দূর্নীতির মতো সকল অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন যার মাধ্যমে তিনি বিপুল অর্থ ও সম্পদ অর্জন করেন। মেজর জেনারেল নাজমুল বিজিবির মহাপরিচালক হওয়ার পর, তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদকে নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল নাজমুল এসএসএফ এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ হওয়ার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের পরামর্শে, তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদকে পুনরায় এসএসএফ এ বদলী করা হয়।

ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর, তাকে এসএসএফ থেকে BIRC-তে বদলী করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতক সিনিয়র কর্মকর্তাদের প্রভাবের কারণে, বর্তমান এসএসএফ মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুস সামাদ তার পোস্টিং আদেশ কার্যকর করেননি। কর্নেল খালিদ নিজেকে এসএসএফ -এর জন্য অপরিহার্য ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন। তিনি এখনও তার প্রাক্তন বস - বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের সঙ্গে নিয়োমিত যোগাযোগ রাখছেন এবং সকল তথ্য প্রদান করছেন। বিখ্যাত "র" এজেন্ট (বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এই বিপজ্জনক কর্মকর্তা প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসের সঙ্গেও কাজ করে গেছেন এবং তাঁর সাথে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেছেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদের প্রধান উপদেষ্টা বা এসএসএফ এ থাকার উদ্দেশ্য সত্যিই প্রশ্নবিদ্ধ। আশ্চর্যজনক ভাবে ০৫ অক্টোবর ২০২৪-এ তাকে কর্নেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০২৫ এ তাকে বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে!!!

১২৪। বিএ-৪৭২১ কর্নেল তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ, ২৯তম লং কোর্স। প্রাক্তন অধিনায়ক, র‍্যাব-১। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কুখ্যাত এই অফিসার হেফাজত ইসলাম শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড ও অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৫। বিএসএস-১০১০৭১ কর্নেল মোহাম্মদ কমর উজ্জামান ছাবেরী খান, এএমসি। প্রাক্তন ডিজিএফআই মেডিকেল অফিসার। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৬। বিএ-৫৫৪১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল বরকত উল্লাহ চৌধুরী, ৩৬তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর সমন্বয়কারী অফিসার। তিনি এখনও তার প্রাক্তন বসের সঙ্গে নিয়োমিত যোগাযোগ রাখছেন এবং সকল তথ্য প্রদান করছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৭। বিএ-৬১২৭ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু হায়াত মো. রীশাদ মোরশেদ, ৪৩তম লং কোর্স। একজন অতি উতসাহী ভারতপ্রেমী অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক কর্মকর্তাকে ক্ষতি করেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৮। বিএ-৭৫৮১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ শামছুল আরেফীন খান, ৫৮তম লং কোর্স। কুখ্যাত এই অফিসার বিখ্যাত "র" এজেন্ট (বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সমন্বয়কারী অফিসার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এসএসএফ এ লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের পিএস হিসেবে ছিলেন এবং একজন ক্রিতদাসের মতো সকল অবৈধ কাজে সহযোগিতা করেছেন। তিনি এখনও পলাতক ও বরখাস্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যোগাযোগ রাখছেন এবং সকল তথ্য প্রদান করছেন। বিখ্যাত "র" এজেন্ট (বরখাস্ত ও বর্তমানে পলাতক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মজিবের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১২৯। বিএ-৪৫৫৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিয়াজুল ইসলাম ঠাকুর, ২৮তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ভারতপ্রেমী এই অফিসার কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনে কর্মরত থে "র" এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩০। বিএ-৬০৪৭ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুহাম্মদ রেদওয়ানুল ইসলাম, ৪২তম লং কোর্স। একজন সাইকো অফিসার। জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবের সময় তিনি বিজিবি ঢাকার একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল

আশরাফের নির্দেশে বিপ্লব দমনে তিনি নিজেই একটি SMG দিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর লক্ষভেদী গুলিবর্ষন করেন যা মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র জনতা হত্যাকারী এই অফিসারের কোন রকম বিচার না করেই তাকে আরডক এ বদলী করা হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩১। **বিএ-৬২৬৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল রকিবুল হাসান, ৪৪তম লং কোর্স।** গোপালগঞ্জের একজন সাইকো অফিসার। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব বিএ-৩৩৪৫ মেজর জেনারেল এস এম সালাহউদ্দিন ইসলামের (ক্রমিক নং ৫২) নিকটাত্মীয়। র‍্যাব-৩ এর প্রাক্তন অধিনায়ক। অসংখ্য বিচার বহির্ভুত হত্যা, গুম, নির্যাতনের সাথে সরাসরি জড়িত। এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবের সময় বিজিবি ঢাকার ৫ বিজিবি এর ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফের নির্দেশে বিপ্লব দমনে রামপুরা এলাকায় আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর সরাসরি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এখনও বহাল তবিয়তে ৫ বিজিবিতে কর্মরত রয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী।

১৩২। **বিএ-৫৫১৪ লেফটেন্যান্ট কর্নেল তারেক হোসেন ভূইয়া, ৩৬তম লং কোর্স।** প্রেসিডেন্ট মো. শাহাবুদ্দিনের নিকটাত্মীয়। তাকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে কোনো পদন্নোতি বোর্ড ছাড়াই পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের নাম ব্যবহার করে হুমকি, দখল সহ অসংখ্য অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত রয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৩। **বিএ-৬৭০৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল তন্ময় তালুকদার, ৪৯তম লং কোর্স।** প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। তার স্ত্রী ছিলেন স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত এডিসি। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৪। **বিএ-৫১৮৭ লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম জাহিদ হোসেন, ৩৩তম লং কোর্স।** প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৫। **বিএ-৬৬৯৬ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ রাশেদুল আলম, ৪৯তম লং কোর্স।** প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৬। **বিএ-৬৬৯৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুম হোসেন, ৪৯তম লং কোর্স।** প্রাক্তন জিএসও-১, ডিজিএফআই ঢাকা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৭। **বিএ-৫৪১৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর মনোয়ার আলী, ৩৫তম লং কোর্স।** প্রাক্তন র‍্যাব কর্মকর্তা এবং প্রাক্তন জিএসও-১, ডিজিএফআই ঢাকা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। তিনি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী সামরিক অফিসার, সাধারন জনতা ও রাজনৈতিক দলের কর্মী/সমর্থকদের বিরুদ্ধে অলিক কল্পকাহিনী রচনা করে চরম ক্ষতিসাধনে সারাসরি জড়িত ছিলেন। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় থেকে অদ্যাবধি তিনি বিজিবির গোয়েন্দা প্রাধান হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফের নির্দেশে বিপ্লব দমনে আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর কঠোর নজরদারী ও বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৮। বিএ-৫৮০৩ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইব্রাহিম ফারুক, ৩৯তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম ও নির্যাতনের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার সামরিক পোষাকধারী একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ। শরীয়তপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক এর খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩৯। বিএ-৬৩১৪ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ সারওয়ার আলম, ৪৫তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই এবং এসএসএফ কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। এসএসএফ এ কর্মরত থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে শেয়ার ব্যবসা নিয়ন্ত্রনে জড়িত ছিলেন এবং বিপুল অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়েছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪০। বিএ-৬১৫০ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ সারওয়ার-বিন-কাশেম, ৪৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব মিডিয়া পরিচালক এবং প্রাক্তন র‍্যাব গোয়েন্দা প্রধান। এই অফিসার অসংখ্য গুম, নির্যাতনরের সাথে সরাসরি জড়িত। র‍্যাব এ কর্মরত থাকা কালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল অবৈধ অর্থ ও সম্পদ উপার্জন করেছেন। ক্যাসিনো অপারেশন চলাকালীন, ক্যাসিনো গডফাদার "সম্রাটকে" তিনি গ্রেফতার করেন। এই গ্রেফতার সাফল্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তিনি অনেক ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেইল করেন। তিনি আরেক দুর্নীতিগ্রস্ত র‍্যাব কর্মকর্তা - লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুলের (পরে বরখাস্ত) সাথে মিলে ব্ল্যাকমেইল বাণিজ্য করতেন। যদিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল খায়রুল তার সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপের জন্য র‍্যাব কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পড়ে চাকুরীচ্যুত হন, তদুপরি লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ার নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪১। বিএ-৬১৫০ লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ, ৪৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব মিডিয়া পরিচালক এবং প্রাক্তন র‍্যাব গোয়েন্দা প্রধান। প্রাক্তন র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক। এই অফিসার অসংখ্য গুম, নির্যাতনরের সাথে সরাসরি জড়িত। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪২। বিএ-৬৭৮১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন, ৪৯তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। র‍্যাব এ কর্মরত থাকা কালে এই অফিসার অসংখ্য গুম, নির্যাতনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবের সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ছাত্র জনতার আন্দোলন দমনে তিনি নির্মম ভুমিকা পালন করেন। আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষনের সাথে তিনিও সরাসরি জড়িত ছিলেন। ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এই কুখ্যাত অফিসার অতি দ্রুততার সাথে তার অধীনে সকল আয়নাঘর এর প্রমান বিনষ্ট করেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৩। বিএ-৬১২১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ কামরুজ্জামান পিটু, ৪৩তম লং কোর্স। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী দোসর। কুখ্যাত ডিবি অফিসার ডিআইজি হারুনের (DB হারুন) ভগ্নিপতি। ০৫ আগস্ট ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ পতনের পর তিনি তার অধীনস্থদের সন্ত্রাস দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন সহ ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেন। যার ফলশ্রুতিতে চকরিয়া, কক্সবাজারে তার নিজ ইউনিটের লেফটেন্যান্ট তানজিম পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ব্যতীরেকে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৪। বিএ-৭৪৫৭ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাহিম আদনান সিদ্দিক, ৫৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন র‍্যাব এবং টেলি মনিটরিং সেলের (NTMC) কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবের সময় ৯ বেঙ্গল ল্যান্সারের (ট্যাংক রেজিমেন্ট) অধিনায়ক হিসেবে যশোরে নিয়োজিত ছিলেন। ০৫ আগস্ট ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ পতনের পর ০৬ আগস্ট ৫৫ ডিভিশন যশোরের জিওসি, কুখ্যাত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাহবুবুর রশিদের (কদমবুসি জেনারেল) নির্দেশে "ক্যু"

করার অভিপ্রায়ে তার ইউনিটের ২৮টি ট্যাঙ্কসহ ঢাকায় রওনা করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তার নিজের ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকদের প্রতিবাদ ও বাধার কারণে ব্যর্থ হন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৫। বিএ-৬৬৬৯ লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামি-উদ-দৌলা চৌধুরী, ৪৮তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই কুখ্যাত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাইফুল আলমের এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল তাবরেজ শামস এর পিএস হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ০৫ আগস্ট ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ পতনের পর আশ্চর্যজনকভাবে এই কুখ্যাত অফিসারকে ISPR এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৬। বিএ-৬৪০৪ লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, ৪৬তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই কুখ্যাত মেজর জেনারেল মামুন খালেদের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। এই অফিসার অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম, আয়নাঘর ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অনেক অফিসারের ক্ষতি করেন। তার স্ত্রী বিএ-৬৬৬৬ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারহানা আফরীন, ৪৮তম লং কোর্স, একজন দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার যিনি তার অধীনস্ত সৈন্যদের ব্যবহার করে অবৈধ জমি দখলে জড়িত। তিনি ১৩ নভেম্বর ২০১৩ সালে বেগম খালেদা জিয়াকে ঢাকা সেনানিবাস মইনুল রোডের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার সময় শারীরিকভাবে অপমান করেন। তারা উভয়ই কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তারা সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৭। বিএ-৬২৮৮ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ৪৪তম লং কোর্স। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। তিনি সুদানে জাতিসংঘ মিশনে থাকাকালীন সময়ে নারীঘটিত অনৈতিক সম্পর্কের সাথে জড়িত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে সেনা আইনে তদন্ত চলমান থাকলেও একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসেবে জেনারেল আজিজ তার বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত বন্ধ করে তাকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতি দেন এবং কক্সবাজারের জল তরঙ্গ হোটেলে নিয়োগ করেন। এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৮। বিএ-৬৫৪০ লেফটেন্যান্ট কর্নেল খন্দকার মোঃ আসাদুন্নবী, ৪৭তম লং কোর্স। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪৯ বিএ-৬৬৩২ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ঘোরী মোঃ অলিউর রহমান, ৪৮তম লং কোর্স। ১২ ইঞ্জিনিয়ার্স ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক এই অফিসার একজন সামরিক পোষাক পরিহিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী কর্মী। হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইমদাদুল হক মুকুলের ভাই এই অফিসার ০৫ আগষ্ট ২০২৪ এ ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের পরও প্রকাশ্যে তার সভাপতি ভাইকে প্রশ্রয় ও সকল অপকর্মের সহযোগীতা দিয়ে আসছেন। এই বিশ্বাসঘাতক অফিসার তার উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ভাইকে নিজ ইউনিটের সকল প্রশিক্ষন সরঞ্জামের টেন্ডার প্রদান করে আসছেন। নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইমদাদুল হক মুকুলের দখলদারি ও নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগ সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে দেয়া হলেও এই ঘোরীর প্রভাবে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। এমনকি উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তিনি তার উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ভাই এর নিকট থেকে প্রকাশ্যে স্বারক ক্রেস্ট গ্রহন করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫০। বিএ-৭৫২২ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মাকসুদুল আলম, ৫৭তম লং কোর্স। গোপালগঞ্জে মোতায়েন ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক। তিনি কুখ্যাত মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রশিদ (কদমবুসি জেনারেল), প্রাক্তন জিওসি ৫৫ ডিভিশন, যশোরের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। গোপালগঞ্জের আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অতি প্রিয়পাত্র এই মাকসদুল। ০৫ আগষ্টের পর ভাটিয়াপাড়া,

টুঙ্গিপাড়ায় তার প্রচ্ছন্ন আশকারায় তার নিজ ইউনিট - ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। একই সঙ্গে তিনি তার নিজ ইউনিটের মেজর রুশাদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর টিমকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধা দেন। এই ঘটনায় ০২ জন কর্মকর্তা এবং ০৫ জন সৈনিক গুরুতর আহত হন, বেশ কয়েকটি সেনাবাহিনীর যানবাহন পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ০২টি অস্ত্র লুট হয়। এই ঘটনার পর সেনাবাহিনী গোপালগঞ্জের কয়েকজন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করে, যার মধ্যে সাংসাঠনিক সম্পাদক শফিকুল আলম খোকন উল্লেখযোগ্য। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মাকসুদুল এই শফিকুল আলম খোকনের জন্য সেনাবাহিনীর রেশন পাঠাতেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫১। **বিএ-৩৮৬১ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ সুজাউল হক (বরখাস্ত), ২২তম লং কোর্স।** প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজের এপিএস জেনারেল আজিজের সকল অপরাধ ও দুর্নীতিতে সরাসরি জড়িত ছিলেন।

১৫২। **বিএ-৬৭১৫ লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ মেহেদী হাসান, ৪৯তম লং কোর্স।** কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের সকল অপকর্মের বিশ্বস্ত সহচর। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫৩। **বিএ-৪৩৮৯ মেজর খন্দকার আবদুল হাফিজ (অবসরপ্রাপ্ত), ২৬তম লং কোর্স।** টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্য। প্রভুভক্ত ভারতপ্রেমী এই অফিসার একজন বেতনভূক্ত "র" এজেন্ট। এমনকি ইসরাইলী বিভিন্ন নাগরিকের সাথে রয়েছে তার বিশেষ সখ্যতা। ২০০৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে প্রায়শই ভারতে গমন এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে নিয়মিত যাতায়ত করতেন। বাংলাদেশ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সকল ভারতীয় ক্লাব ও সংগঠনের একজন সক্রিয় রেজিষ্টার্ড সদস্য এই অফিসার। বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস, ভারতীয় বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রভাবশালী ভারতীয় নাগরিকদের (বাংলাদেশে কর্মরত "র" এজেন্ট) বাসার নিয়মিত বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি এই মেজর হাফিজ। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে নানা রকম অলিক কল্পকাহিনী প্রচার করে ডিজিএফআই এর মাধ্যমে অসংখ্য অফিসারদের নির্মম নির্যাতন ও গুমের শিকার করেন এই মেজর হাফিজ। বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত সমরিক অফিসারদের সংগঠন "রাওয়াতে" সুদীর্ঘ ১৫ বছর যাবত সদস্য অফিসারদের উপর গোপন নজরদারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহে তথ্য পাচারের কাজ করতেন এই নীতিহীন অফিসার। ৩১ জুলাই ২০২০ সালে কক্সবাজারে মেজর সিনহা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হওয়ার প্রতিবাদে ফুসে ওঠে রাওয়া। মেজর হাফিজ সেসময় নির্লজ্জভাবে প্রতিবাদে মূখর রাওয়া সদস্যদের বিভিন্ন তথ্য ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সংসদ সদস্য ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান এবং ডিজিএফআই এ নিয়মিতভাবে পাচার করতে থাকেন যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন সেনাপ্রধান কুখ্যাত জেনারেল আজিজ, ডিজিএফআই এর মাধ্যমে রাওয়ার সংবিধান অবৈধভাবে বাতিল করে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজ হাতে রাওয়ার দায়িত্ব গ্রহন করেন। জুলাই-আগষ্ট বিল্পবের সময় এই অফিসার ডিজিএফআই এর সাথে যোগসাজশে আন্দোলন সমর্থক ও অংশগ্রহণকারী অফিসার, ছাত্র ও জনতার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র ও আন্দোলন দমনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। বনানী ১১ নং সড়কে অবস্থিত তার কার্যালয় – "হাকাম ফাউন্ডেশন" তার সকল ষড়যন্ত্রের আস্তানা। তিনি একজন কট্টর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। "র" এর বেতনভূক্ত কর্মচারী হিসেবে ভারতের স্বার্থে মেজর হাফিজ এখনও বাংলাদেশ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ্যে এর প্রচার চালাচ্ছেন। সর্বশেষ ০৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ঢাকায় আগত দুইজন উর্ধতন "র" কর্মকর্তার সাথে তিনি বৈঠক করেন।

১৫৪। **বিএ-৪৫৫৭ মেজর মোহাম্মদ আলী সুমন (অবসরপ্রাপ্ত), ২৮তম লং কোর্স।** ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূইয়ার পুত্র, দাউদকান্দি উপজেলার পতিত চেয়ারম্যান এই মেজর মোহাম্মদ আলী সুমন। ইসলাম বিদ্বেষী এই অফিসার উপজেলা চেয়ারম্যান থাকাকালে প্রকাশ্যে দাউদকান্দিতে সকল ইসলামী মাহফিল নিষিদ্ধ করেন। তার সময়কালে দাউদকান্দিতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী সাধারন মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপর নির্মম নির্যাতন করেন এই অফিসার। এমনকি জুলাই-আগষ্ট বিল্পবের সময় দাউদকান্দি, চান্দিনা, দেবিদ্বার ও এর পার্শবর্তী এলাকা সমূহে আন্দলনরত ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষনে সরাসরি নেতৃত্ব দেন এই অফিসার। ০৫ আগস্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর তার হাতে নির্যাতনের শিকার ক্রোধান্বিত ছাত্র জনতা "পায়রা ভবন" খ্যাত তার সরকারী বাসভবনে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করেন। ২০১২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে

নানা রকম অলিক কল্পকাহিনী প্রচার করে ডিজিএফআই এর মাধ্যমে অসংখ্য অফিসারদের নির্মম নির্যাতন ও গুমের শিকার করেন এই মেজর আলী। বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত সমরিক অফিসারদের সংগঠন "রাওয়াতে" সদস্য অফিসারদের উপর গোপন নজরদারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহে তথ্য প্রদানের কাজ করতেন এই নীতিহীন অফিসার। ৩১ জুলাই ২০২০ সালে কক্সবাজারে মেজর সিনহা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হওয়ার প্রতিবাদে ফুসে ওঠে রাওয়া। মেজর আলী সেসময় নির্লজ্জভাবে প্রতিবাদে মূখর রাওয়া সদস্যদের বিভিন্ন তথ্য তার ফ্যাসিস্ট সংসদ সদস্য পিতা, অপর সংসদ সদস্য ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক খান ও ডিজিএফআই এ নিয়মিতভাবে পাচার করতে থাকেন যার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন সেনাপ্রধান কুখ্যাত জেনারেল আজিজ, ডিজিএফআই এর মাধ্যমে রাওয়ার সংবিধান অবৈধভাবে বাতিল করে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজ হাতে রাওয়ার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তিনি একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। মেজর আলী এখনও বাংলাদেশ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন।

১৫৫। বিএ-৫২১৭ মেজর রাহাত-উস-সাত্তার, ৩৩তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। কসাই খ্যাত কুখ্যাত এই অফিসার ২০২০-২০২৪ পর্যন্ত ডিজিএফআই এর জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলের প্রধান ছিলেন। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। তিনি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী সামরিক অফিসার, সাধারন জনতা ও রাজনৈতিক দলের কর্মী/সমর্থকদের উপর জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্মম নির্যাতন করতেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫৬। বিএ-৭৫১৬ মেজর মোঃ নোমান আল ফারুক, ৫৭তম লং কোর্স। ২৩ ইস্ট বেঙ্গল ঢাকার উপ-অধিনায়ক। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়, বিএ-৪৮৯৭ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম ইমরান হামিদের (ক্রমিক নং ৮০) সরাসরি আদেশে তিনি ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। সেনাবাহিনীর সৈন্যদের সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় শুয়ে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানোর ভিডিও ঘটনার পরপরই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫৭। বিএ-৬২৭৬ মেজর মানজিল হায়দার চৌধুরী, ৪৪তম লং কোর্স। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর সাথে সমন্বয়কারী অফিসার এবং একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। তিনি মেজর জেনারেল তারেক সকল অপরাধের স্বাক্ষী। তিনি এখনও পলাতক মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যোগাযোগ রাখছেন এবং সকল তথ্য প্রদান করছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫৮। বিএ-৬১৭১ মেজর মিয়ান সাইফুল ইসলাম, ৪৩তম লং কোর্স। প্রাক্তন এনএসআই প্রধান বিএ-৩২৫৬ মেজর জেনারেল টি এম জোবায়ের (ক্রমিক নং ৩৪) এর দীর্ঘ সময়ের ব্যক্তিগত সচিব। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৫৯। বিএ-৭৯৪৫ মেজর এস এম মেহেদী হাসান রানা, ৬১তম লং কোর্স। গোপালগঞ্জে মোতায়েন ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপঅধিনায়ক। তিনি কুখ্যাত মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রশিদ (কদমবুসি জেনারেল), প্রাক্তন জিওসি ৫৫ ডিভিশন, যশোরের একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত। গোপালগঞ্জের আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অতি প্রিয় পাত্র এই মেহেদী। ০৫ আগষ্টের পর ভাটিয়াপাড়া, টুঙ্গিপাড়ায় তার প্রচ্ছন্ন আশকারায় তার নিজ ইউনিট - ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপর আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। একই সঙ্গে তিনি তার নিজ ইউনিটের মেজর রুশাদের নেতৃতত্বাধীন সেনাবাহিনীর টিমকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধা দেন। এই ঘটনায় ০২ জন কর্মকর্তা এবং ০৫ জন সৈনিক গুরুতর আহত হন, বেশ কয়েকটি সেনাবাহিনীর যানবাহন পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ০২টি অস্ত্র লুট হয়। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৬০। বিএ-৮৩০২ মেজর মোঃ রিয়াজুল হাসান, ৬১তম লং কোর্স। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার এডিসি। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর সাথে সমন্বয়কারী অফিসার এবং একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগতআশ্চর্যজনকভাবে এখনও প্রধান উপদেষ্টার এডিসি হিসেবে কাজ

করছেন। তিনি এখনও পলাতক মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যোগাযোগ রাখছেন এবং সকল তথ্য প্রদান করছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। একজন কট্টর ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোর বিরোধী। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে এখনও তিনি সেনাবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

নৌবাহিনীঃ

১। পি নং-১৬৪ অ্যাডমিরাল জে ইউ আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তার হাতেই নৌবাহিনীতে রাজনীতিকরন শুরু হয়। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। তিনি নৌবাহিনীতে ক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতির সূচনা করেন। এমনকি পদোন্নতির বিনিময়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ গ্রহণ করেছেন। তার দুর্নীতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকার উপরে। নারীলোভী এই অফিসার ছিলেন কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের গডফাদার।

২। পি নং-১৬৯ অ্যাডমিরাল ফরিদ হাবিব (অবসরপ্রাপ্ত)। ভয়ংকর নারীলোভী এই অফিসার চরমভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি নৌবাহিনীতে অপ্রয়োজনীয় ক্রয় ও নির্মান কাজ অনুমোদন করতেন। তার দুর্নীতির পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকার উপরে। তিনি নিজ নামে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করে স্কলার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহারের জন্য বরাদ্ধ দেন।

৩। পি নং-২৯৬ অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার ছিলেন কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের গডফাদার। চরমভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার "মিস্টার ১০%" নামে বহুল পরিচিত। তার বিরুদ্ধে নৌবাহিনীর বিভিন্ন ক্রয়, নির্মান কাজ ও ভাসানচর রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র প্রজেক্টে ব্যাপক দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তার দুর্নীতির পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকার উপরে। মিস্টার মুক্তা নামক জনৈক ব্রিটিশ বাঙ্গালীর সহায়তায় তিনি বিপুল পরিমানে অর্থ যুক্তরাজ্যে পাচার করেছেন।

৪। পি নং-২১৮ অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। এই অফিসার ছিলেন কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের গডফাদার। চরমভাবে দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার নিজ ছেলের বিবাহের জন্য নৌবাহিনীর সরকারী তহবিল থেকে নগদ ২ কোটি টাকা উপহার হিসেবে গ্রহন করেন এবং নৌবাহিনীকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেন। তার বিরুদ্ধে নৌবাহিনীর বিভিন্ন ক্রয়, নির্মান কাজ ও ভাসানচর রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র প্রজেক্টে ব্যাপক দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তার দুর্নীতির পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকার উপরে। মিস্টার মুক্তা নামীয় জনৈক ব্রিটিশ বাঙ্গালীর সহায়তায় তিনি বিপুল পরিমানে অর্থ যুক্তরাজ্যে পাচার করেছেন।

৫। পি নং-৩০৭ অ্যাডমিরাল শাহিন ইকবাল (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি অন্তত ৩০ জন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অফিসারদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার পদবীতে থাকা কালীন তিনি তার নিজ গৃহকর্মীকে হত্যা করেন। এই দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসার নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহন করার সময় সরকারী বাসস্থান থেকে পেইন্টিংস, আসবাবপত্র সহ নানাবিধ প্রকাশ অযোগ্য সামগ্রী নিয়ে যান যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তদন্ত আদালত গঠিত হয়।

৬। পি নং-৩৪৪ অ্যাডমিরাল খালিদ হাবিব (অবসরপ্রাপ্ত)। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন এবং কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তিনি অন্তত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগকৃত সকল নৌবাহিনী প্রধানের দূর্নীতির সাথে সরাসরি জড়িত।

৭। পি নং-২৫২ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম মকবুল হোসেন (অবসরপ্রাপ্ত)। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক থাকাকালিন বহুবিধ দূর্নীতিতে জড়িত।

৮। পি নং-৫১২ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম লোকমানুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত)। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ ও অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরীর নৌবাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত সকল দূর্নীতির সরাসরি সহযোগী।

৯। পি নং-৪৭০ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম আশ্রাফুল হক (অবসরপ্রাপ্ত)। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক থাকাকালিন বহুবিধ দূর্নীতিতে জড়িত। অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ ও অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরীর নৌবাহিনীর ক্রয় সংক্রান্ত সকল দূর্নীতির সরাসরি সহযোগী। নৌবাহিনীতে দূর্নীতিবাজ অফিসারদের পদোন্নতিতে তিনি সরাসরি ভূমিকা রাখেন।

১০। পি নং-৫৬৮ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান (অবসরপ্রাপ্ত)। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসার চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত থাকাকালীন কমপক্ষে ৩০০০ কোটি টাকা লোপাট করেন। নিজ পূত্রের মাধ্যমে দুবাই এ বিপুল সম্পদ ক্রয় করেন।

১১। পি নং-৫৩১ রিয়ার অ্যাডমিরাল জুলফিকার আজিজ (অবসরপ্রাপ্ত)। এই দূর্নীতিগ্রস্থ অফিসার চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত থাকাকালীন কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকা লোপাট করেন।

১২। পি নং-৫৯৩ রিয়ার অ্যাডমিরাল মোঃ মুসা। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগকৃত সকল নৌবাহিনী প্রধানের দূর্নীতির সাথে সরাসরি জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৩। পি নং-৬০৪ রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত থাকাকালীন ব্যাপক দূর্নীতির সাথে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৪।।পি নং-৬১৪ রিয়ার অ্যাডমিরাল আশ্রাফুল হক চৌধুরী। কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ব্যাচমেট এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। প্রাক্তন নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল শাহিন ইকবালের আত্মীয় এই অফিসার নৌবাহিনীতে বহুদিধ দূর্নীতিতে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার হিসেবে কর্মরত।

১৫। পি নং-৬১৫ রিয়ার অ্যাডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন। কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। পায়রা বন্দর ও ভাসানচর প্রকল্পের বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৬। পি নং-৬২১ রিয়ার অ্যাডমিরাল এম জহির উদ্দিন। কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীর লগিস্টিক ব্রাঞ্চের প্রধান হিসেবে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগকৃত সকল নৌবাহিনী প্রধানের দূর্নীতির সাথে সরাসরি জড়িত। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৭। পি নং-৬৮৮ রিয়ার অ্যাডমিরাল মেসবাহ উল আজিম। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। নৌবাহিনীতে অতি পরিচিত এক চরিত্রহীন ও নারীলিপ্সু অফিসার। নৌবাহিনীর পরিবেশকে কলংকিত করা এই ব্যক্তি। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

১৮। পি নং-৬৮২ রিয়ার অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী। কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। নৌবাহিনীতে অতি পরিচিত এক চরিত্রহীন ও নারীলিপ্সু অফিসার। নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। ০৫ আগষ্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর অসংখ্য আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দেশ থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও কোষ্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে বহাল রয়েছেন।

১৯। পি নং-৬৮৯ রিয়ার অ্যাডমিরাল জি সাদেক। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ। BIWTA এর চেয়ারম্যান থাকাকালীন ২০০ কোটি টাকা দূর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় দুদক তার বিরুদ্ধে দূর্নীতি মামলা দায়ের করে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব তাকে মামলা থেকে অব্যহতি দিয়ে রিয়ার অ্যাডমিরাল হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করে। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে খুলনার এরিয়া কমান্ডার হিসেবে কর্মরত।

২০। পি নং-৭৩৮ রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুবুল আলম হানিফের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ব্যাপক দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২১। পি নং-৫৯৭ কমোডর সাজেদুল করিম। খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন ব্যাপক দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২২। পি নং-৭৫০ কমোডর নিজামুল হক। গোপালগঞ্জের অধিবাসী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস শহীদ মোয়াজ্জেমে কর্মরত।

২৩। পি নং-৭৬৩ কমোডর বেনজির মাহমুদ। চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক ওয়ার্কস্ থাকাকালীন বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৪। পি নং-৭৫১ কমোডর মারুফ হাসান। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদীনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৫। পি নং-৮২১ কমোডর তারিকুল। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৬। পি নং-৮৫৪ কমোডর তারিকুল ইসলাম। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রাক্তন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদীনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ডিজিএকআই এ কর্মরত থাকাকালীন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৭। পি নং-৯০৩ কমোডর হুমায়ূন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। নৌবাহিনী সেক্রেটারী হিসেবে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের একান্ত অনুগত অফিসারদের অতি গুরুত্বপূর্ন পদে পদায়ন করেন যারা নিজ পদে থেকে নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি ও দূর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লোপাটের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৮। পি নং-১০৩০ কমোডর মেহেদী। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত। তার স্ত্রী একজন ভারতীয় ও হিন্দু সন্ত্রাসী দল ইসকনের সক্রিয় সদস্য। তিনি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করেন। একজন চরিত্রহীন ও নারীলিপ্সু অফিসার। নৌবাহিনীর প্রশিক্ষন সরঞ্জামাদি ক্রয় সহ বহুবিধ দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত এই অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

২৯। পি নং-১২১৭ ক্যাপ্টেন জি জি মোরশেদ। গোপালগঞ্জের অধিবাসী, কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তার নিজ ভাই টুঙ্গীপাড়ার উপজেলা চেয়ারম্যান। নৌবাহিনীতে অতি পরিচিত এক চরিত্রহীন ও নারীলিপ্সু এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌবাহিনীতে বহাল রয়েছেন।

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসরবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ এবং ICC তে বিচার এবং পাসপোর্ট বাতিলের সুপারিশ

(সম্মানিত দেশবাসী, জাতিসংঘ এবং সকল বৈদেশিক মিশন সমূহের অবগতির জন্য)

শার্ক গ্রুপ (SHARK GROUP): *নৌবাহিনীতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত অফিসারদের একটি অপরাধী সিন্ডিকেট যার সাংকেতিক নাম দেয়া হয় "শার্ক গ্রুপ"। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকি, কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান, ডিজিএফআই এর মহাপরিচালক ও আইজিপি বেনজির এর সাথে সমন্বয় করে এই গ্রুপটি কাজ করে থাকে। নৌবাহিনীতে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরী ও জীবনের ক্ষতি করা ও দূর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লোপাট করা এই গ্রুপের প্রধান কাজ। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অফিসারদের চাকুরী, জীবনের ক্ষতি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, আয়নাঘর, "র" নির্দেশিত অপরাধ বাস্তবায়ন ইত্যাদির মতো সকল অপরাধের আঁতুড়ঘর ছিল এই শার্ক গ্রুপ। এই গ্রুপের নেতৃত্ব প্রদান করতেনঃ*

৩০। পি নং-৬১৬ রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইল (বরখাস্ত)। কুখ্যাত এই সোহাইলের সুবিশাল আমলনামার অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

ক। র‍্যাব এ কর্মরত থাকাকালীন হেফাজত ইসলাম এর উপর বর্বর হত্যাকান্ড।

খ। পরিচালক নেভাল ইন্টালিজেন্স ও পরিচালক সাবমেরিন থাকা অবস্থায় নৌবাহিনীর সকল কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

গ। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত হিসেবে অগনিত বিচার বহির্ভুত হত্যা, গুম, নির্যাতন ও ভূয়া জাতীয় নির্বাচন সমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

ঘ। চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দরে কর্মরত অবস্থায় পাহাড়সম দূর্নীতি ও বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক বনে যাওয়া।

ঙ। শেয়ার বাজার দূর্নীতি, হুন্ডি ব্যবসা ও মদতদাতা হিসেবে বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক বনে যাওয়া।

তথাকথিত শার্ক গ্রুপে কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলকে (বরখাস্ত) ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগীতা করতেনঃ

৩১। পি নং-১৬৪২ কমান্ডার আল ইমরান তানভীর। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস সাগর এর অধিনায়ক।

৩২। পি নং-১৫২০ কমান্ডার খন্দকার আল মঈন। প্রাক্তন র‍্যাব গোয়েন্দা ও মিডিয়া পরিচালক। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস করতোয়া এর অধিনায়ক।

৩৩। পি নং-১৫৫৩ কমান্ডার তানভীর আহমেদ। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস ভাসানচরে কর্মরত।

৩৪। পি নং-১৫৩২ কমান্ডার জাররার হোসেন। প্রাক্তন নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তর। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে কর্মরত।

৩৫। পি নং-১২৭২ ক্যাপ্টেন আমিরুল ইসলাম। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে মংলার অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত।

৩৬। পি নং-১১৪৪ ক্যাপ্টেন মোঃ হাসান। প্রাক্তন কোষ্ট গার্ড গোয়েন্দা পরিচালক। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত।

৩৭। পি নং-১১৮৬ ক্যাপ্টেন এ বি এম জাকিউল হাসান ভূঁইয়া। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও ডিজিএফআই এ কর্মরত।

৩৮। পি নং-১০৩৩ কমোডর মাসুদুল করিম সিদ্দিক। প্রাক্তন কোষ্ট গার্ড কোষ্ট গার্ড পরিচালক। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে কর্মরত।

৩৯। পি নং-১২৩৯ কমোডর হেলাল উদ্দিন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইলের ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীকে ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকরন প্রকল্পের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। জাজ এডভোকেট জেনারেল (JAG) হিসেবে কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকী ও কুখ্যাত রিয়ার অ্যাডমিরাল সোহাইল ও অ্যাডমিরাল শাহিন ইকবালের নির্দেশে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব পোষণকারী অসংখ্য দেশপ্রেমিক অফিসারদের চাকুরীচ্যুত করেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি স্বপদে বহাল আছেন।

৪০। পি নং-১৩৪৯ ক্যাপ্টেন ইকরামুল হোসেন। প্রাক্তন নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নৌবাহিনী সদরদপ্তরে কর্মরত।

৪১। পি নং-২১৯৪ লেফট্যানেন্ট কমান্ডার নাফি। প্রাক্তন নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বৈদেশিক প্রশিক্ষনে নিয়োজিত।

৪২। পি নং-১৯৭৪ লেফট্যানেন্ট কমান্ডার মাশরিকুর রহমান। প্রাক্তন ডিজিএফআই কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও ডিজিএফআই এ কর্মরত।

৪৩। পি নং-১৪৬১ কমান্ডার মোতাহার। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের অধীনে এনটিএমসি তে কর্মরত ছিলেন। নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তরের সকল অবৈধ সরঞ্জাম ক্রয় দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নেভাল ডকইয়ার্ডে কর্মরত।

৪৪। পি নং-১৪৫৬ কমান্ডার শফিক। প্রাক্তন নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস ঈসাখাঁতে কর্মরত।

৪৫। পি নং-২১২৩ লেফট্যানেন্ট কমান্ডার বরুন কুমার সরকার। প্রাক্তন নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নৌবাহিনী সদরদপ্তরে কর্মরত।

৪৬।।পি নং-২০৪৭ লেফট্যানেন্ট কমান্ডার প্রাঞ্জল ইসলাম। প্রাক্তন এসএসএফ ও নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নৌবাহিনী সদরদপ্তরে কর্মরত।

৪৭। পি নং-২২৭৪ লেফট্যানেন্ট কমান্ডার মোরসালিন। কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের অধীনে এনটিএমসি তে কর্মরত ছিলেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত। বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে ট্যাস স্কুলে কর্মরত।

৪৮। পি নং-১৪৯৫ কমান্ডার আলাউদ্দিন নয়ন। প্রাক্তন ডিজিএফআই ও নৌবাহিনী গোয়েন্দা কর্মকর্তা। অসংখ্য গুম, নির্যাতন ও আয়নাঘরের সাথে সরাসরি জড়িত এই কুখ্যাত অফিসার। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নৌবাহিনী সদরদপ্তরে কর্মরত।

৪৯। পি নং-৬৮৩ রিয়ার অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী। প্রাক্তন পরিচালক, নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তর। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে কোষ্ট গার্ডের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত।

৫০। পি নং-১০৫৭ কমোডর মোঃ মনিরুজ্জামান। প্রাক্তন পরিচালক, নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তর। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে মালদ্বীপের ডিফেন্স এট্যাশে হিসেবে কর্মরত।

৫১। পি নং-৮১১ কমোডর মোশতাক আহমেদ। প্রাক্তন পরিচালক, নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তর। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে এনডিসিতে কর্মরত।

৫২। পি নং-১০৩১ কমোডর হাসনাত। প্রাক্তন টেকনিক্যাল সাপোর্ট কর্মকর্তা। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে এনডিসিতে কর্মরত।

৫৩। পি নং-১১২০ কমোডর আমানত। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার তার যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষন, পদোন্নতি, গুরুত্বপূর্ন পোস্টিং এর জন্য অবৈধ প্রভাব খাটান। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে বর্তমানে নৌবাহিনী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত।

৫৪। পি নং-৯৮৮ ক্যাপ্টেন জাহিদ। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার ২০১৮ সালের ভূয়া জাতীয় নির্বাচনে নোয়াখালি-৬ আসনে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্লজ্জভাবে ভোট জালিয়াতি নিশ্চিত করেন। তিনি বাঁশখালিতে পি নং-১৩৪১ কমান্ডার মাহবুবকে হত্যাচেষ্টার অন্যতম সহায়তাকারী। দূর্নীতিগ্রস্থ এই অফিসার ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে বর্তমানে পায়রা বন্দরে কর্মরত।

৫৫। পি নং-১২২৯ ক্যাপ্টেন রিয়াদ ইবনে জামাল। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম প্রকল্পে ব্যাপক দূর্নীতিতে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে নেভাল এভিয়েশনে কর্মরত।

৫৬। পি নং-১৫৫৫ কমান্ডার মমিন। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার নৌবাহিনীর সকল ক্রয় সংক্রান্ত দূর্নীতিতে সরাসরি জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস নিশানে কর্মরত।

৫৭। পি নং-১৫৬৫ কমান্ডার কামরুল আবেদিন। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ। নৌবাহিনী গোয়েন্দা পরিদপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন সকল অপকর্মের সাথে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস ওমর ফারুকে কর্মরত।

৫৮। পি নং-১৬৫২ কমান্ডার তরিকুল্লাহ। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ। নৌবাহিনীর সকল গোয়েন্দা নজরদারী ও আড়িপাতা সরঞ্জাম ক্রয়ে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে বিএনএস বঙ্গবন্ধুতে কর্মরত।

৫৯। পি নং-১৭৮০ কমান্ডার হাসিব। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ এই অফিসার কুখ্যাত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানের অধীনে এনটিএমসি তে কর্মরত ছিলেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি বর্তমানে এনএসআই এ কর্মরত।

৬০। পি নং-১৯৬৪ কমান্ডার এলমা আজিম। তথাকথিত শার্ক গ্রুপের একান্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধানের এডিসি হিসেবে বাহিনী প্রধান্ন সকল অপকর্ম ও দূর্নীতিতে জড়িত। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অনুগত বিশ্বাসঘাতকদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে তিনি এখনও নৌপ্রধানের সচিবালয়ে কর্মরত।

বিমানবাহিনীঃ

১। এয়ার চিফ মার্শাল শাহ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান (অব.), প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান।

২। এয়ার চিফ মার্শাল আবু এশরার (অব.), প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান।

৩। এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান (অব.), প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান।

৪। এয়ার ভাইস মার্শাল এম এ আওয়াল হোসেন, এসিএএস প্রশাসন। সালমান এফ রহমানের আত্মীয়, প্রাক্তন ছাত্রলীগ।

৫। এয়ার ভাইস মার্শাল বদরুল আমিন। শেখ ফজলে নূর তাপসের আত্মীয়।

৬। এয়ার ভাইস মার্শাল শফিউল আজম, এসিওসি ঢাকা।

৭। এয়ার কমডোর মাহফুজুর রহমান। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট এবং এমপি শেখরের আত্মীয়।

৮। এয়ার ভাইস মার্শাল রুশাদ। এওসি কুর্মিটোলা।

৯। এয়ার কমডোর মাহমুদ মেহেদী হোসেন। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট।

১০। এয়ার কমডোর মাহমুদুর হাসান। ওসি, বিমান বাহিনী সদরদপ্তর ইউনিট। প্রাক্তন ছাত্রলীগ।

১১। এয়ার কমডোর রাহিম মাহমুদ। কমান্ড্যান্ট, এটিআই। শেখ রেহানা ও কুখ্যাত মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর আত্মীয়।

১২। এয়ার কমডোর নাঈমুজ্জামান খান। সদস্য, নিরাপত্তা সিএএবি। মন্ত্রী ফারুক খানের আত্মীয়।

১৩। এয়ার কমডোর মাহমুদ মান্নাফ। ওসি, প্রশাসন বেস বাশার ঢাকা। ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমাদ মান্নাফির পুত্র।

১৪। এয়ার কমডোর মাকসুদ। বিমান বাহিনী সদরদপ্তর।

১৫। এয়ার কমডোর আবু রায়হান। এসিওসি।

১৬। এয়ার কমডোর সাদিক। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট।

১৭। এয়ার কমডোর সিতয়াত নাঈম। এওসি জেডএইচআর। মেজর জেনারেল শাফীনের ভাই, প্রাক্তন ডিজি বিজিবি।

১৮। এয়ার কমডোর কাজী ইকবাল করিম। বিমান বাহিনী সদরদপ্তর। ২০২৪ সালের ভুয়া জাতীয় নির্বাচনের সময় এনএসআইতে কাজ করেছেন।

১৯। এয়ার কমডোর এনামুল করিম। বিমান বাহিনী সদরদপ্তর।

২০। এয়ার কমডোর ফখরুদ্দিন মাসুদ। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট।

২১। এয়ার কমডোর আব্বাস আলী। শেখ হাসিনার ভিভিআইপি পাইলট। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট।

২২। এয়ার কমডোর মোঃ তাহিদুল ইসলা। জ্যাগ।

২৩। এয়ার কমডোর সাইফুদ্দিন।

২৪। এয়ার কমডোর আসিফ।

২৫। এয়ার কমডোর হাবিব। দক্ষিণ কোরিয়ায় ডিএ।

২৬। এয়ার কমডোর সাদি। সিএএবি চেয়ারম্যান।

২৭। গ্রুপ ক্যাপ্টেন রায়হান কবীর। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার হেলিকপ্টার পাইলট।

২৮। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামীম রেজা। ১০১ এসএফ ইউনিট। সি১৩০ পাইলট। ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনাকে ভারতে নিয়ে গেছেন।

২৯। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ মোমিনুল ইসলাম। ডেপুটি প্রোভোস্ট মার্শাল।

৩০। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ আবদুল আহাদ। প্রধান প্রশিক্ষক এটিআই।

৩১। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শান্তনু চৌধুরী।

৩২। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মেজবাহ উদ্দিন।

৩৩। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামীম।

৩৪। গ্রুপ ক্যাপ্টেন রায়হান। প্রাক্তন ডিজিএফআই।

৩৫। গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলমগীর (অবসরপ্রাপ্ত)।

৩৬। উইং কমান্ডার গোলাম রসূল চৌধুরী। সি১৩০ পাইলট। ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনাকে ভারতে নিয়ে গেছেন।

৩৭। উইং কমান্ডার মাহবুবুর রহমান। ডিজিএফআই এয়ার উইং।

৩৮। উইং কমান্ডার নজরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রাক্তন ডিজিএফআই ২০২৪ সালের ভুয়া নির্বাচনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকারী।

৩৯। উইং কমান্ডার রাজিব। এপিএস।

৪০। উইং কমান্ডার মোহাম্মদ আরাফাত ইকবাল। প্রোভোস্ট।

৪১। উইং কমান্ডার হাসান মাসুদ (অবসরপ্রাপ্ত)।

৪২। স্কোয়াড্রন লিডার আবদুল্লাহ ইবন আলতাফ (বরখাস্ত)।

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসরবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ এবং ICC তে বিচার এবং পাসপোর্ট বাতিলের সুপারিশ

(সম্মানিত দেশবাসী, জাতিসংঘ এবং সকল বৈদেশিক মিশন সমূহের অবগতির জন্য)

বেসামরিক প্রশাসন ও অন্যান্যঃ

১। আহমেদ কায়কাউস, মূখ্য সচিব।

২। কাজী রকিবুদ্দিন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

৩। কে এম নুরুল হুদা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

৪। কাজী হাবিবুল আওয়াল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

৫। কবির বিন আনোয়ার, সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব।

৬। শহীদুল হক, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব।

৭। মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সাবেক অর্থ সচিব।

৮। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সাবেক স্বরাষ্ট্র ও ইসি সচিব।

৯। আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মমিন, সাবেক এনবিআর ও বিপিসি চেয়ারম্যান।

১০। আব্দুর রউফ তালুকদার, সাবেক অর্থ সচিব ও গভর্নর।

১১। মাহবুব হোসেন, মন্ত্রীপরিষদ সচিব।

১২। হেলালউদ্দিন আহমদ, সচিব, নির্বাচন কমিশন।

১৩। মলয় সাহা, দুদক পরিচালক।

১৪। শায়লা ফারজানা, অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

১৫। গোলাম সারোয়ার, সচিব, আইন মন্ত্রণালয়।

১৬। নাজমুল আহসান, সচিব, পানি মন্ত্রণালয়য়।

১৭। গোলাম রব্বানী, যুগ্মসচিব, আইন মন্ত্রণালয়।

১৮। শেখ গোলাম মাহবুব, সচিব, আইন কমিশন।

১৯। শেখ আবু তাহের, সচিব, আইন মন্ত্রণালয়।

২০। ফরিদ আহমেদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২১। মাসুদ বিন মোমেন, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২২। সাইদা মুনা তাসনিম, যুক্তরাজ্যে নিয়োজিত হাইকমিশনার।

২৩। নাজমুল হুদা, যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত কনসাল জেনারেল।

২৪। ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ, চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক।

২৫। মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান বিমান।

২৬। মোঃ সোহরাব হোসেন, চেয়ারম্যান, পিএসসি।

২৭। আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, পিএসসি।

২৮। মোঃ হাবিবুর রহমান, সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়।

২৯। সায়েবা হাবিব জেনিফার, সহকারী প্রকৌশল, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

৩০। সত্যজিত রায় দাশ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩১। খান শাহানুর আলম, সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়।

৩২। আফজালুর রহমান, উপসচিব, বার কাউন্সিল।

৩৩। মোঃ নবীরুল ইসলাম বুলবুল, সিনিয়র সচিব, গণপূর্ত ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়।

৩৪। মোস্তফা কামাল, সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়।

৩৫। মোহাঃ সেলিম উদ্দিন, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৩৬। জাকিয়া সুলতানা, সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

৩৭। মো. আবু হেনা মোরশেদ জামান, সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

৩৮। হুমায়ুন কবির খন্দকার, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রনালয়।

৩৯। বদরে মুনীর চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৪০। ডঃ নাহিদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৪১। এম দিদারুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, রাষ্ট্রপতির পিএস।

৪২। মোঃ শিপলু জামান, সহকারী প্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতি।

৪৩। আজিজুল হক মামুন, রাষ্ট্রপতির এপিএস।

৪৪। ডঃ এ কে এম মতিউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিইউটিসি।

৪৫। সাদেকা হালিম, ভিসি, তথ্য কমিশনার।

৪৬। মিরানা মাহরুখ, অতিরিক্ত সচিব, হংকং।

৪৭। ডঃ মিজানুর রহমান, ভিসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৮। ডঃ ফারজানা ইসলাম, ভিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৯। প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, ভিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫০। ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫১। ডঃ আতিয়ার রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫২। বানসুরি এম ইউসুফ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর।

৫৩। মোঃ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিক, মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। বর্তমানে পিএস – আলী ইমাম মজুমদার।

৫৪। মোঃ এমদাদ উল্লাহ মিয়া, অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়।

৫৫। বিকাশ কুমার সাহা, আইন বিভাগের কর্মকর্তা।

৫৬। নাঈমউদ্দিন আহমেদ, চিফ প্রটোকল অফিসার।

৫৭। শামসুদ্দিন মাসুম, আইন উপদেষ্টার পিএস।

৫৮। নজরুল ইসলাম খান, কিউরেটিং, শেখ মজিবুর রহমান জাদুঘর।

৫৯। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।

৬০। লিয়াকত আলী লাকী, মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

৬১। রেদওয়ান মজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন।

৬২। শরীফ মাহমুদ অপু, জনসংযোগ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৩। হারুন অর রশিদ বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৪। ধনঞ্জয় কুমার দাস, যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৫। মনির হোসেন, এপিএস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৬। এম এম ইমরুল কায়েস, উপসচিব, সহকারী প্রেস সচিব, পিএমও।

৬৭। মোল্লা ইব্রাহীম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৮। আবুল ফজল মীর, যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৯। মোহাম্মদ হোসেন, যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৭০। মাহবুবুর রহমান শেখ, উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৭১। ফারজানা জেসমিন, উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৭২। তাসনিম আহমেদ ঢাকা ওয়াসা

৭৩। কামরুজ্জামান মামুন, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

৭৪। মোঃ নাজমুস সাদাত সেলিম (অবঃ), অতিরক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৭৫। অনির্বান সাহা, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, পররাষ্ট্র ক্যাডার। সাংগাঠনিক সম্পাদক, বুয়েট নজরুল ইসলাম হল শাখা ছাত্রলীগ।

৭৬। মোস্তফা মনোয়ার আকিব, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, পররাষ্ট্র ক্যাডার। সহসভাপতি, বুয়েট সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগ।

৭৭। অনুপ কুমার বিশ্বাস, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, প্রশাসন ক্যাডার। বুয়েট এম এ রশিদ হল শাখা ছাত্রলীগ।

৭৮। অনিক ব্যানার্জী, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, প্রশাসন ক্যাডার। সহসভাপতি, বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ।

৭৯। নবমীতা সরকার, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুফিয়া কামাল হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮০। প্রনয় দেবনাথ, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। উপ-দপ্তর সম্পাদক, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ।

৮১। শের শাহ, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, পুলিশ ক্যাডার। সহসভাপতি, সিলেট মেডিক্যাল কলেজ ডেন্টাল শাখা ছাত্রলীগ।

৮২। মোঃ রওশন জামিল, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ, পুলিশ ক্যাডার। সহসভাপতি, কুয়েট খানজাহান আলী হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮৩। আশফাক ফেরদৌস, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ছাত্রলীগ।

৮৪। সোহানুর রহমান, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। সহসভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এস এম হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮৫। এ এস এম নাসিম, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। সহসভাপতি, বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ।

৮৬। শোভন কুমার বিশ্বাস, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। সহসভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮৭। সুজাত হোসেন, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮৮। কায়সার মাহমুদ, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। সহসম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হল শাখা ছাত্রলীগ।

৮৯। কাজী আরিফুর রহমান, ৪৩তম ব্যাচ। উপপ্রচার সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর একুশে হল শাখা ছাত্রলীগ।

৯০। মোঃ সাদ্দাম হোসেন, ৪৩তম ব্যাচ। যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ।

৯১। ইরাম তাহমীদ, সহকারী সচিব, ৪৩তম ব্যাচ। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ।

৯২। জি এম আলিম উদ্দিন, যুগ্ম-পরিচালক এনএসআই।

৯৩। শেখ সাফিনুল হক লাবু, যুগ্ম-পরিচালক এনএসআই।

৯৪। নাজমুল হক তমাল, যুগ্ম-পরিচালক এনএসআই।

৯৫। ননীগোপাল দাস, যুগ্ম-পরিচালক এনএসআই।

৯৬। নাসির উদ্দিন, যুগ্ম-পরিচালক এনএসআই।

৯৭। শাফিনুল হক লাবু, উপ-পরিচালক এনএসআই।

৯৮। আমিনুল হক পলাশ, সহকারী পরিচালক, এনএসআই, কলকাতা হাই কমিশন।

৯৯। শাহীন ইকবাল, সহকারী পরিচালক এনএসআই।

১০০। আশিক মাহমুদ, সহকারী পরিচালক এনএসআই।

১০১। নির্ঝর আলম সাম্য, সহকারী পরিচালক এনএসআই।

১০২। আজমল হোসেন, সহকারী পরিচালক এনএসআই।

পুলিশঃ

১। আইজিপি জাবেদ পাটওয়ারী, প্রাক্তন আইজিপি, সৌদি আরবে রাষ্ট্রদূত

২। আইজিপি শহিদুল হক, প্রাক্তন আইজিপি

৩। আইজিপি হাসান মাহমুদ খন্দকার, প্রাক্তন আইজিপি

৪। আইজিপি বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন আইজিপি

৫। আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রাক্তন আইজিপি

৬। অতিরিক্ত আইজিপি আসাদুজ্জামান মিয়া, প্রাক্তন ডিএমপি কমিশনার

৭। অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার গোলাম ফারুক

৮। অতিরিক্ত আইজিপি শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন ডিএমপি কমিশনার

৯। অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ মোখলেসুর রহমান, প্রাক্তন ডিজি র‍্যাব

১০। অতিরিক্ত আইজিপি কামরুল আহসান

১১। অতিরিক্ত আইজিপি আতিকুল ইসলাম

১২। অতিরিক্ত আইজিপি বনজ কুমার মজুমদার, পিবিআই

১৩। অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ মনিরুল ইসলাম, এসবি

১৪। অতিরিক্ত আইজিপি ওয়াই এম বেলালুর রহমান

১৫। অতিরিক্ত আইজিপি মাহবুবুর রহমান, শিল্প পুলিশ

১৬। অতিরিক্ত আইজিপি ব্যারিস্টার হারুন অর রশিদ, র‍্যাব

১৭। অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ আলী মিয়া, সিআইডি

১৮। অতিরিক্ত আইজিপি নাহিদুল ইসলাম, সিআইডি

১৯। অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ মাহবুব আলম, জিএমপি, ১৮তম ব্যাচ

২০। অতিরিক্ত আইজিপি দেব দাস ভট্টাচার্য

২১। অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার লুৎফুল কবির, প্রাক্তন সিও, র‍্যাব-৪

২২। অতিরিক্ত আইজিপি কৃষ্ণ পদ রায়, সিএমপি

২৩। অতিরিক্ত আইজিপি মীর রেজাউল আলম, ট্যুরিস্ট পুলিশ

২৪। অতিরিক্ত আইজিপি হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন ডিএমপি কমিশনার

২৫। অতিরিক্ত আইজিপি জামিল আহমেদ, পুলিশ সদরদপ্তর

২৬। অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশিদ হোসেন, প্রাক্তন ডিজি র‍্যাব

২৭। অতিরিক্ত আইজিপি লুৎফুল কবির, জিএমপি কমিশনার, বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বালির ট্রাক দিয়ে অবরোধে জড়িত

২৮। ডিআইজি আনোয়ার হোসেন, পুলিশ সদরদপ্তর

২৯। ডিআইজি শেখ নাজমুল আলম, প্রাক্তন ডিসি গুলশান, সিআইডি, বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বালির ট্রাক দিয়ে অবরোধে জড়িত

৩০। ডিআইজি মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, প্রাক্তন সিও, র‍্যাব-১০

৩১। ডিআইজি এ কে এম হাফিজ আকতার

৩২। ডিআইজি খন্দকার মহিউদ্দিন

৩৩। ডিআইজি আবদুল বাতেন, রংপুর

৩৪। ডিআইজি চৌধুরী মঞ্জুরুল কবির

৩৫। ডিআইজি শেখ নাজমুল আলম

৩৬। ডিআইজি শেখ মারুফ হাসান, ডিবি

৩৭। ডিআইজি রিপন সরকার

৩৮। ডিআইজি খালিদ হাওলাদার

৩৯। ডিআইজি মোঃ মনিরুজ্জামান, আরএমপি, ১৮তম ব্যাচ

৪০। ডিআইজি জয়দেব কুমার ভদ্র, পুলিশ সদরদপ্তর, ১৮তম ব্যাচ, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত।

৪১। ডিআইজি ইমাম হোসেন, ১৮তম ব্যাচ

৪২। ডিআইজি মোঃ আসাদুজ্জামান, সিটিসি, ১৮তম ব্যাচ

৪৩। ডিআইজি শাহ মিজান শফিউর রহমান, ২০তম ব্যাচ

৪৪। ডিআইজি মোল্লা নজরুল ইসলাম, ২০তম ব্যাচ

৪৫। ডিআইজি এস এম মোস্তাক আহমেদ, ২০তম ব্যাচ

৪৬। ডিআইজি জিহাদুল কবির, ২০তম ব্যাচ

৪৭। ডিআইজি মোঃ ইলিয়াস শরীফ, ২০তম ব্যাচ

৪৮। ডিআইজি নূরে এ আলম মিনা, ২০তম ব্যাচ

৪৯। ডিআইজি শাহ আবিদ হোসেন, ২০তম ব্যাচ

৫০। ডিআইজি মোঃ জামিল হাসান, ২০তম ব্যাচ

৫১। ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলাম, ২০তম ব্যাচ, ডিআইজি ঢাকা

৫২। ডিআইজি বিপ্লব বিজয় তালুকদার, ২০তম ব্যাচ

৫৩। অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশিদ, ডিবি, ২০তম ব্যাচ (ডিবি হারুন)

৫৪। অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার মহিদ, ডিএমপি

৫৫। ডিআইজি মোঃ মনিরুজ্জামান, ২০তম ব্যাচ

৫৬। ডিআইজি শ্যামল কুমার নাথ, ২০তম ব্যাচ

৫৭। ডিআইজি মোঃ সাইফুল ইসলাম, ২০তম ব্যাচ

৫৮। ডিআইজি মোঃ আলমগীর কবির, ২০তম ব্যাচ

৫৯। ডিআইজি মোঃ হামিদুল আলম, ২০তম ব্যাচ

৬০। ডিআইজি ড. শামসুন্নাহার, ২০তম ব্যাচ

৬১। ডিআইজি শেখ রফিকুল ইসলাম, ২০তম ব্যাচ

৬২। ডিআইজি ড. এ কে এম ইকবাল হোসেন, ২০তম ব্যাচ

৬৩। ডিআইজি মোঃ মাসকুরুর রহমান খালেদ, ২০তম ব্যাচ

৬৪। অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল কাহার আকন্দ, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কর্মকর্তা

৬৫। অতিরিক্ত ডিআইজি কামরুজ্জামান, সিটিটিসি

৬৬। অতিরিক্ত ডিআইজি আয়শা সিদ্দিকা, এসপি গোপালগঞ্জ, এসবি। বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বালির ট্রাক দিয়ে বাধা দেওয়ার সাথে জড়িত

৬৭। অতিরিক্ত ডিআইজি মোঃ আনিসুর রহমান, ২০তম ব্যাচ

৬৮। অতিরিক্ত ডিআইজি রাশিদুল হক

৬৯। যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, ২১তম ব্যাচ

৭০। অতিরিক্ত ডিআইজি মোঃ ফারুক হোসেন, ২১তম ব্যাচ

৭১। অতিরিক্ত ডিআইজি মারুফ হোসেন সরকার, ২১তম ব্যাচ

৭২। অতিরিক্ত ডিআইজি বিজয় বসাক, ২১তম ব্যাচ

৭৩। অতিরিক্ত ডিআইজি সুব্রত কুমার হালদার, ২১তম ব্যাচ

৭৪। অতিরিক্ত ডিআইজি শ্যামল কুমার মুখার্জী, ২১তম ব্যাচ

৭৫। অতিরিক্ত ডিআইজি সাজ্জাদুর রহমান, ২১তম ব্যাচ

৭৬। অতিরিক্ত ডিআইজি প্রবীর কুমার রায়, ২১তম ব্যাচ

৭৭। অতিরিক্ত ডিআইজি এ এস এম মাহতাব উদ্দিন, ২১তম ব্যাচ

৭৮। অতিরিক্ত ডিআইজি মোঃ আখতারুজ্জামান, ২১তম ব্যাচ

৭৯। অতিরিক্ত ডিআইজি সুভাস চন্দ্র সাহা, ২১তম ব্যাচ

৮০। অতিরিক্ত ডিআইজি মোঃ মোক্তার হোসেন, ২১তম ব্যাচ

৮১। অতিরিক্ত ডিআইজি পঙ্কজ চন্দ্র রায়, ২১তম ব্যাচ

৮২। অতিরিক্ত ডিআইজি খন্দকার নুরুননবী, ২২তম ব্যাচ

৮৩। অতিরিক্ত ডিআইজি এস এম মেহেদী হাসান, ২২তম ব্যাচ

৮৪। অতিরিক্ত ডিআইজি জায়েদুল ইসলাম, ২২তম ব্যাচ

৮৫। অতিরিক্ত ডিআইজি সঞ্জিত কুমার রায়, ২২তম ব্যাচ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত।

৮৬। অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন, ২৪তম ব্যাচ। র‍্যাব যাত্রাবাড়ী। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

৮৭। অতিরিক্ত ডিআইজি সুধীপ কুমার চক্রবর্তী, ২৪তম ব্যাচ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

৮৮। অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, ২৪তম ব্যাচ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

৮৯। অতিরিক্ত ডিআইজি লিটন কুমার দাস। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

৯০। অতিরিক্ত ডিআইজি সুধীপ কুমার চক্রবর্তী, ২৪তম ব্যাচ, জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

৯১। ডিসি মোহাম্মদ আশরাফ ইমাম, রমনা

৯২। ডিসি নুরুল আলম, প্রাক্তন এসি গুলশান। বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বালির ট্রাক দিয়ে বাধা দেওয়ার সাথে জড়িত

৯৩। ডিসি তানভীর সালেহিন ইমন, পুলিশ সদরদপ্তর

৯৪। ডিসি মশিউর রহমান, ২৪তম ব্যাচ, ডিবি লালবাগ

৯৫ ডিসি ইকবাল হোসেন, ওয়ারী

৯৬। ডিসি রাজিব আল মাসুদ, ডিবি

৯৭। ডিসি মাহফুজুল আল রাসেল, ডিবি

৯৮। ডিসি জাহিদ তালুকদার, সিটিটিসি

৯৯। ডিসি হায়াতুল ইসলাম, মতিঝিল

১০০। ডিসি আশরাফুল ইসলাম, উত্তরা

১০১। ডিসি হাফিজ আল ফারুক, তেজগাঁও

১০২। ডিসি এইচএম আজিমুল হক, তেজগাঁও

১০৩। ডিসি মাহবুব-উজ-জামান, লালবাগ

১০৪। ডিসি জাফর হোসেন, লালবাগ

১০৫। এসপি সুদীপ কুমার চক্রবর্তী। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১০৬। এসপি মোঃ ইকবাল হোসেন। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১০৭। এসপি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুকী, প্রাক্তন কোম্পানি কমান্ডার, র‍্যাব-২। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় আশুলিয়া থানা এলাকায় ছাত্র জনতার মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে গুম করায় সরাসরি জড়িত

১০৮। এসপি আব্দুল্লাহিল ক্বাফি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় আশুলিয়া থানা এলাকায় ছাত্র জনতার মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে গুম করায় সরাসরি জড়িত

১০৯। এসপি প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, যশোর। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১১০। এসপি মহিবুল ইসলাম খান, ২৪তম ব্যাচ

১১১। এসপি এসএম শফিউল্লাহ, ২৪তম ব্যাচ

১১২। এসপি মোঃ ফরিদ উদ্দিন, ২৪তম ব্যাচ

১১৩। এসপি এবিএম মাসুদ হোসেন, সাবেক এসপি কক্সবাজার, ২৪তম ব্যাচ। মেজর সিনহা হত্যাকান্ডে জড়িত।

১১৪। এসপি মোঃ মোখলেসুর রহমান, ২৪তম ব্যাচ

১১৫। এসপি সরকার মোহাম্মদ কায়সার, ২৪তম ব্যাচ

১১৬। এসপি আসমা সিদ্দিকা মিলি, ২৪তম ব্যাচ

১১৭। এসপি কাজী আশরাফুল আজিম, ২৪তম ব্যাচ

১১৮। এসপি মিলন মাহমুদ, ২৪তম ব্যাচ

১১৯। এসপি হায়াতুল ইসলাম খান, ২৪তম ব্যাচ

১২০। এসপি জসিম উদ্দিন মোল্লা, ২৪তম ব্যাচ

১২১। এসপি মোঃ মঈনুল হোসেন, ২৪তম ব্যাচ

১২২। এসপি মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, ২৪তম ব্যাচ

১২৩। এসপি মোঃ আসাদুজ্জামান, ২৫তম ব্যাচ

১২৪। এসপি গোলাম মোস্তফা রাসেল, ২৫তম ব্যাচ

১২৫। এসপি আব্দুল আহাদ, ২৫তম ব্যাচ

১২৬। এসপি মোঃ সানওয়ার হোসেন, ২৫তম ব্যাচ

১২৭। এসপি রাজিব আল মাসুদ, ২৫তম ব্যাচ

১২৮। এসপি মোঃ শাহজাহান, ২৫তম ব্যাচ

১২৯। এসপি আতাউর রহমান সিদ্দিক, ২৭তম ব্যাচ

১৩০। এসপি শাহনেওয়াজ খালেদ, সিআইডি

১৩১। এসপি সামিমা ইয়াসমিন, ১৮তম ব্যাচ, সিআইডি

১৩২। অতিরিক্ত এসপি মাসুদুর রহমান মনির। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৩৩। এডিসি নুরুল আমিন, ওয়ারী

১৩৪। এডিসি গোবিন্দ চন্দ্র, সবুজবাগ

১৩৫। এডিসি শাহিন শাহ মাহফুজ, ডিবি

১৩৬। এডিসি হাফিজ আল আসাদ, নিউ মার্কেট

১৩৭। এডিসি মুহিত কবির সেরনিয়াবাত, কোতোয়ালী

১৩৮। এডিসি শাহিদুল ইসলাম, লালবাগ

১৩৯। এডিসি জুয়েল রানা, ডিবি

১৪০। এডিসি হাসনাত আরাফাত, ডিবি

১৪১। এডিসি নাজমুল ইসলাম, সাইবার

১৪২। এডিসি সাব্বির রহমান, মতিঝিল

১৪৩। এডিসি আফজাল হোসেন টুটুল, ডিবি

১৪৪। এডিসি ফজলে এলাহী, ডিবি

১৪৫। এডিসি মো. রোশানুল হক সৈকত, ডিবি

১৪৬। এডিসি শাকিল মোহাম্মদ শামীম, ওয়ারী

১৪৭। অতিরিক্ত এসপি আলেপ উদ্দিন, সাবেক র‍্যাব, আরএমপি

১৪৮। অতিরিক্ত এসপি রফিকুল ইসলাম, সাবেক ওসি গুলশান, এপিবিএন। তার নেতৃত্বে বেগম খালেদা জিয়ার গুলশানস্থ অফিস ও বাসা বালুর ট্রাক দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখা হয়।

১৪৯। এসি মো. রেফাতুল ইসলাম রিফাত, নিউমার্কেট

১৫০। এসি শাইনুর রহমান, কোতোয়ালী

১৫১। এসি শহিদুল হক, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও

১৫২। এসি মিজানুর রহমান, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও

১৫৩। এসি গোলাম রুহানী, মতিঝিল

১৫৪। এএসপি নাহিদ ফেরদৌস। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৫৫। এএসপি এস এম শামীম। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৫৬। এএসপি তানজিল আহমেদ। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৫৭। ওসি আবুল হোসেন, যাত্রাবাড়ি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৫৮। ওসি জাকির হোসেন, যাত্রাবাড়ি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় যাত্রা বাড়িতে ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষনে সরাসরি জড়িত

১৫৯। ওসি আমিনুল ইসলাম

১৬০। ওসি শাহিনুর রহমান, কোতোয়ালী

১৬১। ওসি মোঃ হেলাল উদ্দিন, লালবাগ

১৬২। ওসি মাহবুব রহমান, আদাবর

১৬৩। ওসি ফরমান আলী, যাত্রাবাড়ী

১৬৪। ওসি মাহফুজুল হক ভূঁইয়া, মোহাম্মদপুর

১৬৫। ওসি শিকদার মোঃ শামীম হোসেন, রূপনগর

১৬৬। ওসি মোঃ সেলিমুজ্জামান, দারুস সালাম

১৬৭। ওসি মাজহার, যাত্রাবাড়ী

১৬৮। ওসি প্রলয় কুমার সাহা, মুগদা

১৬৯। ওসি আতিকুর রহমান, নিউ মার্কেট

১৭০। ওসি মশিউর রহমান, রামপুরা

১৭১। ইন্সপেক্টর আরাফাত হোসেন, ডিবি

১৭২। ইন্সপেক্টর নাজমুল হাসান, কোতোয়ালী

১৭৩। ইন্সপেক্টর রণজিৎ রায়, ডিআইও-১, ডিএসবি

১৭৪। ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, কোতোয়ালী

১৭৫। ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, যাত্রাবাড়ী

১৭৬। ইন্সপেক্টর ফাহেয়াত উদ্দিন রক্তিম, বাবুবাজার পুলিশ ফাড়ি

১৭৭। ইন্সপেক্টর জাকির হোসেন, যাত্রাবাড়ী

১৭৮। ইন্সপেক্টর আতিকুল হক, লালবাগ

১৭৯। ইন্সপেক্টর রবিউল ইসলাম, সুত্রাপুর

১৮০। ইন্সপেক্টর মোঃ তৌফিকুল হোসেন, সুত্রাপুর

১৮১। ইন্সপেক্টর আবুল বাশার, সিটিটিসি

১৮২। এসআই শাহবুদ্দিন হাওলাদার, কোতোয়ালী

১৮৩। এসআই অমিতাভ দর্জি, ডিবি

১৮৪। এসআই মোঃ শাহাদাত আলী, নিউ মার্কেট

১৮৫। এসআই কাওসার আহমেদ খান, রামপুরা

১৮৬। এসআই মোঃ মামুন মাতাব্বর, গুলশান

১৮৭। এসআই নূরে আলম মিয়া, ডিএমপি

১৮৮। এসআই মাসুম বিল্লা, আদাবর

১৮৯। এসআই রশিদ, আদাবর

১৯০। এসআই রাজিব চন্দ্র সরকার, কদমতলী

১৯১। এসআই আশরাফুল শিকদার, শাহবাগ

১৯২। এএসআই মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম, রায়েরবাজার পুলিশ ফাড়ি

১৯৩। কনস্টেবল মোঃ মাহবুব আলম, কোতোয়ালী

১৯৪। কনস্টেবল মোঃ আবদুর রশিদ, কোতোয়ালী

১৯৫। কনস্টেবল রামজন মোল্লা, কোতোয়ালী

১৯৬। কনস্টেবল মোঃ সুজন হোসেন, ১৩ এপিবিএন

গনমাধ্যম কর্মী ও সাংবাদিকঃ

১। মতিউর রহমান, প্রথম আলো

২। মাহফুজ আনাম, ডেইলি স্টার

৩। ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ডিবিসি, প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন তথ্য উপদেষ্টা।

৪। নাঈমুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব

৫। শাহরিয়ার কবির (মুরগি কবির)

৬। শাইখ সিরাজ, চ্যানেল আই

৭। আবদুল গফফার খান, আমার সময়

৮। অশোক চৌধুরী, এটিএন বাংলা, বৈশাখী টিভি

৯। মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, টিভি টুডে

১০। ফরিদা ইয়াসমিন, প্রেস ক্লাব সভাপতি

১১। শামল দত্ত, প্রেস ক্লাব সচিব

১২। রাশেদ চৌধুরী, ইটিভি, সাবেক প্রেস মনিস্টার, লন্ডন

১৩। মোঃ শহিদুল আহসান, ডিবিসি

১৪। রাহনুমা আহসান, ডিবিসি

১৫। মাহবুবা হেলেন, ডিবিসি

১৬। রাহুল রাহা, নিউজ ২৪

১৭। মোঃ সালাহউদ্দিন চৌধুরী, ডিবিসি

১৮। ফারাহ আহসান, ডিবিসি

১৯। নাদিরা কিরণ, এটিএন বাংলা

২০। ইকবাল করিম নিসান, গাজী টিভি

২১। মোঃ মজুরুল ইসলাম, ডিবিসি

২২। সাবরিনা মাহজাবিন

২৩। শাহ মোঃ শফিকুল আহসান, ডিবিসি
২৪। ভাস্কর ভাদুরী, যমুনা টিভি
২৫। মোজাম্মেল বাবু, ৭১ টিভি
২৬। আরিফুর রহমান দোলন, ঢাকা টাইমস
২৭। নবনীতা চৌধুরী
২৮। সুবাস সিংহ রায়, abnews24.com
২৯। নুরুল ইসলাম হাসিব, বাংলাদেশ পোস্ট
৩০। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, গ্লোবাল টিভি
৩১। রাজু আহমেদ, যুগান্তর
৩২। ফারিদ হোসেন, UNB
৩৩। আহমেদ জোবায়ের, সময় টিভি
৩৪। খান মোহাম্মদ রুমেল, সময় টিভি
৩৫। ইমদাদুল হক মিলন, কালের কণ্ঠ
৩৬। তুষার আবদুল্লাহ, সময় টিভি, এখন টিভি
৩৭। সাইফুল আলম, ডিবিসি
৩৮। শাহজাহান সারদার, বাংলাদেশ জার্নাল
৩৯। নঈম নিজাম, বাংলাদেশ প্রতিদিন
৪০। আবেদ খান, সমকাল
৪১। প্রভাস আমিন, এটিএন নিউজ
৪২। ফারজানা রূপা, ৭১ টিভি
৪৩। জুলফিকার আলী মানিক, ঢাকা ট্রিবিউন
৪৪। শাকিল আহমেদ, ৭১ টিভি
৪৫। সাইফুল আলম, যুগান্তর
৪৬। মাহমুদ আল ফয়সাল, এসএ টিভি
৪৭। ওবায়দুল কবির মোল্লা, যুগান্তর
৪৮। ফারজানা মিথিলা, ৭১ টিভি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪৯। জাহেদুল হাসান পিন্টু, ডিবিসি
৫০। মনজুরুল ইসলাম মনজু, ডিবিসি
৫১। আশীষ ঘোষ সৈকত, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি
৫২। মানশ ঘোষ, এশিয়ান টিভি
৫৩। প্রনব সাহা, ডিবিসি
৫৪। কমল দে, সময় টিভি
৫৫। মাসুদা ভাট্টি, তথ্য কমিশনার, আমাদের অর্থনীতি
৫৬। মুন্নি সাহা, এটিএন নিউজ

৫৭। প্রনব সাহা অপু, এটিএন নিউজ

৫৮। জহিরুল ইসলাম মামুন (জ ই মামুন), এটিএন বাংলা

৫৯। স্বদেশ রায়, জনকণ্ঠ

৬০। হোসনে আরা মমতা ইসলাম সোমা, চ্যানেল আই

৬১। শ্যামল সরকার, ইত্তেফাক

৬২। টিপু সুলতান, প্রথমআলো

৬৩। শাহনাজ সিদ্দিকী, বিএসএস

৬৪। চৌধুরী জাফরুল্লাহ শরাফত, দৈনিক বাংলা

৬৫। অজয় দাস গুপ্ত, সমকাল

৬৬। সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, বাসস

৬৭। অখিল কুমার পণ্ডিত, ইটিভি

৬৮। আলী আসিফ শাওন, ঢাকা ট্রিবিউন

৬৯। রাজিব ঘোষ, ডিবিসি

৭০। আরেফিন ফয়সাল, চ্যানেল আই

৭১। শামিমা আক্তার, দেশ টিভি

৭২। হাসান সাজিদ তুষার, ডেইলি স্টার

৭৩। শফিকুল ইসলাম, বাংলা ট্রিবিউন

৭৪। আশরাফুল আলম খোকন, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব

৭৫। হাসান জাহিদ তুষার, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব

৭৬। সোহেল হাসান চৌধুরী

৭৭। কিশোর কুমার সরকার, আনন্দ বাজার

৭৮। শামিমা আক্তার ডোলা, নিউজ নাউ বাংলা

৭৯। আরিফ জেবতিক, ব্লগার

৮০। জাহিদুর রহমান খান, এসএ টিভি

৮১। সঞ্জয় সাহা পিয়াল

৮২। কল্যান সাহা, চ্যানেল আই

৮৩। সুকলাল দাস, ctgnews.com

৮৪। নাজমুল হক সরকার, ডেইলি বর্তমান

৮৫। মোতাহার হোসেন, ডেইলি বর্তমান

৮৬। জাফর আহমেদ, খোলা কাগজ

৮৭। এ জি কিবরিয়া চৌধুরী, জাতীয় অর্থনীতি

৮৮। দীপক চৌধুরী, amadersomoy.com

৮৯। উম্মুল ওয়ারা সুইটি, দেশ রূপান্তর

৯০। মোঃ আশরাফ আলী, কালের স্রোত

৯১। মোঃ আবদুল মজিদ, ঢাকা ডিপ্লোম্যাট.কম

৯২। জিয়াদুর রহমান, একুশেসংবাদ.কম

৯৩। আবু সালেহ রনি, বাংলাদেশ প্রতিদিন

৯৪। ইবতেসাম আব্বাস মৌ, মাছরাঙ্গা টিভি

৯৫। রফিকুল ইসলাম রতন, বাংলাদেশ বুলেটিন

৯৬। নাজনীন নাহার মুন্নি, ডিবিসি নিউজ

৯৭। হালিমা আক্তার লাবণ্য, এশিয়ান টিভি

৯৮। ফারহানা ইয়াসমিন জুতি, ডিবিসি

৯৯। ফারাজী আজমল হোসেন, ইত্তেফাক

১০০। কুদ্দুস আফ্রাদ, পূর্বকণ্ঠ, চট্টগ্রাম

১০১। আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, দ্য ডেইলি পিপলস লাইফ

১০২। জাফর ওয়াজেদ ভূঁইয়া, প্রেস ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ

১০৩। শন্তোষ শর্মা, কালবেলা

১০৪। এম শামসুর রহমান, ইনডিপেনডেন্ট টিভি

১০৫। অনিমেশ কর, ইনডিপেনডেন্ট টিভি

১০৬। সৈয়দ বোরহান কবির, ফ্রিল্যান্স

১০৭। উদিচা ইসলাম, বাংলাট্রিবিউন.কম

১০৮। মোল্লা জালাল, বিএফইউজে

১০৯। তৌহিদুল ইসলাম সৌরভ, এটিভি নিউজ

১১০। আলমগীর হোসেন, বাংলানিউজ.কম

১১১। আদিত্য আরাফাদ, ডিবিসি

১১২। রোমা প্রসাদ সরকার বাবু

১১৩। মোঃ শাহেদ হোসেন চৌধুরী, সমকাল

১১৪। দুলাল আহমেদ চৌধুরী, মানবকণ্ঠ

১১৫। ফারুক আহমেদ তালুকদার, আজকের খবর

১১৬। শামীম সিদ্দিকী, আলোকিত বাংলাদেশ

১১৭। জুলহাস আলম, এপি

১১৮। নাদিম কাদির, প্রেস মিনিস্টার লন্ডন, ফ্রিল্যান্স

১১৯। সাইফুল ইসলাম, বৈশাখী টিভি

১২০। শাবান মাহমুদ, প্রেস মিনিস্টার দিল্লি

১২১। মোল্লা আমজাদ

১২২। পাভেল হায়দার চৌধুরী, দেশ রূপান্তর

১২৩। আবদুল গফফার খান, আমার সময়

১২৪। শেখ মামুনুর রশিদ, যুগান্তর

১২৫। ফরাজি আজমল হোসেন, দৈনিক বাংলা

১২৮। নজরুল কবির, দেশ টিভি

১২৭। শাহনেওয়াজ দুলাল, আনন্দ বাংলা

১২৮। মাহমুদুর রহমান খোকন, আনন্দ বাংলা

১২৯। আরিফুর রহমান, ঢাকা টাইমস

১৩০। ইখতিয়ার উদ্দিন, ভোরের কাগজ

১৩১। জামাল হোসেন, ডেইলি মুখপাত্র

১৩২। নাসির উদ্দিন, MY TV

১৩৩। মোঃ রুহুল আমিন রাসেল, বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৩৪। সৈয়দ আশিকুর রহমান, RTV

১৩৫। রফিকুল ইসলাম রতন, সংবাদ প্রতিদিন

১৩৬। সাইফুল ইসলাম দিলাল, ETV

১৩৭। অঞ্জন রায়, গাজী টিভি

১৩৮। শফিকুর রহমান, এমপি

১৩৯। ঝর্ণা মনি, ভোরের কাগজ

১৪০। জুলফিকার রাসেল, banglatribune.com

১৪১। মোঃ আশরাফ আলী

১৪২। আবুল কালাম আজাদ, বাসস, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব

১৪৩। মামুন আব্দুল্লাহ, ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি

১৪৪। আলমগীর হোসেন, সমকাল

১৪৫। আলম হোসেন খান, ইনকিলাব

১৪৬। নারায়ণ আচর্য জয়ন্ত, vnews.com

১৪৭। কানাই চক্রবর্তী, বাসস

১৪৮। সেলিম সামাদ, অবজারভার

১৪৯। মধুসুদন মন্ডল, বাসস

১৫০। সাইফুল ইসলাম কল্লোল

১৫১। আজমল হক হেলাল, সকালের খবর

১৫২। আসাদুজ্জামান সাম্রাট, আজকের সংবাদ

১৫৩। রমা প্রসাদ, সমকাল

১৫৪। আনিসুর রহমান, বাসস

১৫৫। স্বপন বসু, বাসস

১৫৬। হাসান জাবেদ, এনটিভি

১৫৭। শংকর কুমার দে, জনকন্ঠ

১৫৮। রিজভী নওয়াজ, চ্যানেল আই

১৫৯। অনুপ খাস্তোগীর, বাসস
১৬০। শবনম আজিম, ৭১ টিভি
১৬১। শুভাস চন্দ্র বাদল, বাসস
১৬২। এনামুল কবির রুপম, নওরোজ
১৬৩। তাপান কুমার বিশ্বাস, জনকন্ঠ
১৬৪। আবু জাফর সূর্য
১৬৫। ঝুমুর বারি, আরটিভি
১৬৬। শিয়াবুর রহমান, ডেইলি সান
১৬৭। নাসিমা খান মন্টি, আমাদের নতুন সময়
১৬৮। মো. জোনায়েদ শাহরিয়ার, চ্যানেল ২৪
১৬৯। মোস্তফা হোসেন চৌধুরী, ডেইলি অগ্রসর
১৭০। এনামুল হক চৌধুরী, প্রেস ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ
১৭১। দীপক কুমার আচার্য, দ্য সাউথ এশিয়ান টাইমস
১৭২। মাসুদ ইবনে আইয়ুব কার্জন, ডিবিসি
১৭৩। খায়রুজ্জামান কামাল, বাসস
১৭৪। সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, বাসস
১৭৫। সোহেল সানি, বাংলা বাজার
১৭৬। মাহফুজ রহমান রিমন, সংবাদ প্রতিদিন
১৭৭। শেখ নাজমুল হক সৈকত, কিংস নিউজ
১৭৮। দীপ আজাদ, নাগরিক টিভি
১৭৯। সাজ্জাদ আলম খান তপু, যমুনা টিভি
১৮০। সোহেল হায়দার চৌধুরী, ডেইলি ডেস্টিনি
১৮১। এরতেজা হাসান, ভোরের পাতা
১৮২। মানিক লাল ঘোষ, সকালের সময়
১৮৩। সমিরণ রায়, সময়ের আলো
১৮৪। পাভেল রহমান
১৮৫। হায়দার আলী, কালের কণ্ঠ
১৮৬। আহমেদ জোবায়ের, সময় টিভি
১৮৭। খায়রুল আলম, bdbarta24.com
১৮৮। জয়দেব চন্দ্র দাস, নিউজ ২৪
১৮৯। মোঃ ওমর ফারুক, বাসস

#Chief Advisor GOB
#প্রধান বিচারপতি
#আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুলনাল বাংলাদেশ
#শ্বেতপত্র প্রনয়ন কমিশন
#জাতীয় গুম কমিশন
#বিডিআর হত্যাকান্ড তদন্ত কমিশন
#বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
#জাতীয় নাগরিক কমিটি
#জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
#প্রেস ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ
#বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
#UN Headquarters
#UN Headquarters BD
#Foreign Missions in BD
#BD Army
#BD Navy
#DB Airforce
#BD Police
#DGFI
#NSI
#RAB
#CTTC
#DB
#SB
#BD Immigration

To Be Continued.....